Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Sraban 09, 1433 Bangla, July 24, 2026, Friday, No. 199, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has stated that government is working to transform Bangladesh into a trillion-dollar economy by 2034. [BBC: 03]

Indian Prime Minister Narendra Modi has invited Prime Minister Tarique Rahman to attend the 18th BRICS Summit, to be held in New Delhi on September 12-13. [BBC: 03]

Ziaur Rahman Foundation Vice President Dr Zubaida Rahman has remarked that lack of adequate healthcare is one of main causes of poverty in country. [R. Today: 27]

Information & broadcasting minister has said, there is a need for an appropriate authority to determine who qualifies as a journalist and who does not. [BBC: 03]

Education Minister has informed that HSC & its equivalent examinations which were postponed due to flood and inclement weather under Chattogram Education Board will resume on July 27. [BBC: 03]

Death toll has risen to 5 following a cylinder explosion at Confidence Salt Limited factory in Boalkhali, Chattogram. [Jago FM: 19]

Price of crude oil in global market has risen to over $100 again due to ongoing conflict between the United States and Iran. [BBC: 03]

President Donald Trump has stated that the nuclear deal between the United States and Saudi Arabia was "totally subject" to Riyadh joining the Abraham Accords recognising Israel. [BBC: 16]

In retaliation for US attack, Iran has launched counter-drone strikes targeting US military facilities in Kuwait and Jordan. [BBC: 13]

Death toll has risen to 22 following a portion of an under-construction tunnel collapsed in India's Sikkim state. [BBC: 12]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048 44813179** **Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ০৯, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ২৪, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ১৯৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [বিবিসি: ০৩]

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। [বিবিসি: ০৩]

চিকিৎসা ঘাটতি এখনও দেশের মানুষের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে মন্তব্য করেছেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। [রে. টুডে: ২৭]

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেছেন, সাংবাদিকতা পেশা নির্ধারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ থাকা জরুরি। [বিবিসি: ০৩]

অতিবৃষ্টিতে বন্যা ও পাহাড় ধসের কারণে স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম বোর্ডের পাঁচ জেলার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী ২৭ জুলাই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। [বিবিসি: ০৩]

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর কনফিডেন্স লবণ কারখানায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে। [জাগো এফএম: ১৯]

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে আবারও একশ, ডলার ছাড়িয়ে গেছে। [বিবিসি: ০৩]

ইসরায়েলকে স্বীকৃতি না দিলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের করা পারমাণবিক চুক্তিটি কার্যকর হবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। [বিবিসি: ১৬]

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাবে কুয়েত ও জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে পাল্টা ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। [বিবিসি: ১৩]

সিকিমের নামচি জেলায় নির্মীয়মাণ টানেলের একাংশ ধসে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২ জনে দাঁড়িয়েছে। [বিবিসি: ১২]

বিবিসি

আট বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ট্রিলিয়ন ডলারের দেশ : প্রধানমন্ত্রী

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এফডিআই সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। "আমাদের সরকার ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ„ বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ লক্ষ্যে নতুন বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট প্রণোদনা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান। প্রণোদনা পাওয়া খাতগুলোর মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি, ঔষধ শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, ডিজিটাল সেবা, কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, উন্নত বস্ত্রশিল্প এবং স্বাস্থ্যসেবা রয়েছে বলে জানান তারেক রহমান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

তারেক রহমানকে ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নরেন্দ্র মোদি

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। ভারতের সরকারের আমন্ত্রণপত্রটি ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে তারেক রহমান ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি। দিল্লিতে আগামী ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। ব্রাজিল, চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত- এই ১১টি সদস্য রাষ্ট্র ওই সম্মেলনে যোগ দেবে। বাংলাদেশ ব্রিকসে সদস্য না হওয়ায় তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিশেষ অতিথি হিসেবে। এদিকে, ভারতে চলমান ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্র হিসেবে আমরা আশা করবো, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে তারা তাদের জনগণের অবস্থান দেখবে এবং সমস্যা সমাধানের দিকে দ্রুত আগাবে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

সাংবাদিকতা পেশা নির্ধারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ থাকা জরুরি : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

কে সাংবাদিক, আর কে সাংবাদিক না, তা নির্ধারণ করার জন্য একটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ থাকা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটির সভায় তিনি এসব কথা বলেন বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটির সদস্যদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে যেন দেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে, সেটি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন মন্ত্রী। সেইসঙ্গে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষকে ধারণ করার মানসিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

চট্টগ্রাম বোর্ডে স্থগিত এইচএসসি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

অতিবৃষ্টিতে বন্যা ও পাহাড় ধসের কারণে স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম বোর্ডের পাঁচ জেলার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী ২৭ জুলাই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাবোর্ডের সঙ্গে মিল রেখে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই আপাতত পরীক্ষা দেবেন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের পরীক্ষার্থীরা। নিয়মিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তারা যে কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি, সেগুলোর নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান মি. মিলন। মন্ত্রী বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের আরও বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন বোর্ডে যেসব পরীক্ষার্থীরা এইচএসসি'র বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নিতে পারেননি, নিজ নিজ বোর্ডে নাম নিবন্ধন করে তারাও পুনরায় পরীক্ষা দিতে পারবেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আরো বাড়লো জ্বালানি তেলের দাম

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় এবং অন্তত একটি সৌদি তেলবাহী ট্যাংকার ইয়েমেনের হুথিদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হওয়া প্রভাব বিশ্ববাজারে তেলের দামের ওপর পড়তে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এশিয়ার বাজারে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৯৬ দশমিক ২০ ডলারে পৌঁছেছে। ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তেলে দাম ৭৫ ডলারের নিচে ছিল এবং যুদ্ধের এক পর্যায়ে তা ১২০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এপ্রিলে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলে জ্বালানি তেলের দাম আবার কমে আসে। জুলাইয়ের শুরুতে আবার দুই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর ফের দাম বাড়তে শুরু করেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকার রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে বলেনি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করতে বলেনি, তবে তিনি চাইলে পদত্যাগ করতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বৃহস্পতিবার ঢাকায় সাংবাদিকদেরকে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ”যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্যগত কারণে হোক, যে-কোনো কারণে হোক পদত্যাগ করতে চান, সেই অপশন তো উনার আছে। এখানে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি,„ বলেন মি. আহমদ। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শিগ্‌গির পদত্যাগ করতে পারেন বলে বৃহস্পতিবার একাধিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটি পত্রিকার খবরে দেখেছেন বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন কি-না, সেটি নিশ্চিত করেননি। ”তিনি যদি পদত্যাগ করতে চান, সাংবিধানিকভাবে সেটা মাননীয় স্পিকার বরাবর দিতে হয়। এটুকু নিয়ম আছে। এর বাইরে কিছু জানি না,„ বলেন মি. আহমদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

বিএনপি সরকারের মন্ত্রিপরিষদের ১৪তম সভায় 'বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬'-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আইনটির খসড়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়। সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে অনুমোদিত খসড়াটি পাস করানোর জন্য উত্থাপন করা হবে। বগুড়া শহরকে পরিকল্পিত ও আধুনিক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হচ্ছে। পাস হলে আইনটির আওতায় `বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিরোনামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ১৩তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে বগুড়া সিটি কর্পোরেশন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

'বিয়ের আশ্বাসে শারীরিক সম্পর্কের' অভিযোগে চট্টগ্রামে এনসিপি নেতা গ্রেফতার

'বিয়ের আশ্বাস' দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগে করা একটি মামলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। গ্রেফতার হওয়া ওই নেতা চট্টগ্রাম মহানগর এনসিপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বলে জানা যাচ্ছে। বুধবার রাতে নগরীর হালিশহর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। চান্দগাঁও থানার ওসি জসীম উদ্দিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, এনসিপির ওই নেতার বিরুদ্ধে গত ১৯ জুলাই এক তরুণী মামলাটি দায়ের করেন। পরপর বুধবার রাতে র‌্যাব তাকে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করেছে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি কলেজে পড়া ওই ছাত্রীর সঙ্গে প্রায় তিন মাস আগে সামাজিক মাধ্যমে এনসিপির ওই নেতার পরিচয় হয়। এরপর বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তিনি ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিয়ে করতে বললে ওই নেতা তরুণীটির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগটি সত্য কি-না, সেটি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে এনসিপি। সত্যতা পাওয়া গেলে সাংগঠনিকভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

সংবিধান সংস্কার নাকি সংশোধন, বিএনপি ও জামায়াত-এনসিপি জোটের বিরোধ কোন দিকে যাবে?

সংবিধান সংস্কার নাকি সংশোধন, এই প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে বিএনপি এবং জামায়াত-এনসিপির জোট। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপস্থিত আওয়ামী লীগ। এমন প্রেক্ষাপটে শেষ পর্যন্ত সংবিধান ঘিরে কোন দিকে এগোতে পারে রাজনীতি- অনিশ্চয়তা দেখছেন বিশ্লেষকদের অনেকে। সংসদের বিরোধী জোটের দাবি অনুযায়ী, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের পথে যায়নি বিএনপি সরকার। তারা হাঁটছে বিদ্যমান সংবিধান সংশোধন করার পথে। দলটি তাদের ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব এবং জুলাই সনদের প্রস্তাব সমন্বয় করে বিদ্যমান সংবিধানেই অষ্টদশ সংশোধনী আনার কথা বলছে। আর সেই অবস্থানে থেকে বিএনপি সংসদে সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু ওই কমিটি প্রত্যাখান করেছে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির ১১দলীয় ঐক্য। বিএনপি নেতাদের অনেকে মনে করছেন, সংসদের বিরোধী জোট সংস্কারের কথা বলে এর খোলনলচে পাল্টে দিতে চাইছে, অর্থাৎ তারা চাইছে নতুন করে সংবিধান লিখতে। অবশ্য জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির যুক্তি হচ্ছে, বিদ্যমান সংবিধানে 'ফ্যাসিবাদী' তৈরির সুযোগ আছে। সেখানে তারা জুলাই আন্দোলনের 'স্পিরিটের' বিষয়কে সামনে আনছে। এই দলগুলো সংসদের বাইরে কর্মসূচি রেখে বিএনপি সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপও তৈরি করতে চাইছে। প্রসঙ্গত, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে ওই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্ব এবং সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি সামনে আনে। এছাড়াও ছাত্র নেতৃত্বের একাংশ রাজনৈতিক দল এনসিপি গঠনের পর, সেই দল দাবি তোলে নতুন করে সংবিধান লেখার। সে সময়ই এর পক্ষ-বিপক্ষে দলগুলোর অবস্থানে বিভক্তি দেখা যায়। সমর্থনে ছিল জামায়াতসহ বিভিন্ন দল। তখনই নতুন করে

সংবিধান লেখার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল বিএনপি ও এর মিত্ররা। দলগুলো যে যার অবস্থান ও কৌশলেই অনড় রয়েছে এবং অনিশ্চয়তার প্রশ্ন আসছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

অনিশ্চয়তা কোথায়

সংকটটা শুরু থেকেই। কারণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিএনপি ও এর মিত্ররা সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেয়নি; তারা শুধু জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছে। জামায়াত ও এনসিপিসহ **১১** দলীয় ঐক্যের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা দুটি শপথই নিয়েছেন। সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার বৈধতা নেই বলে বলছে বিএনপি। এমনকি এ ধরনের পরিষদ গঠনে রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে দলটির। নতুন জাতীয় সংসদের শুরুতেই ওই পরিষদ গঠনের বিষয়টি হোঁচট খেয়েছে। বিএনপি বরং সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করেছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার শাসনের পতনের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংবিধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা করেছিল। সেই আলোচনার ফলাফলে 'জুলাই জাতীয় সনদ' সই করা হয়েছিল ২০২৫ সালের **১৭** অক্টোবর। একই বছরের **১৩** নভেম্বর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি করেন এবং তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। আর সেই আদেশের ভিত্তিতেই এই বছরের নভেম্বরেই সংবিধান সংস্কার সর্ম্পকিত কিছু প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি রয়েছে কি না, সেটা যাচাইয়ের জন্য গণভোট অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ বছরের **১২** ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে 'হ্যাঁ' ভোট জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বিএনপি ও এর মিত্ররা যেহেতু রাষ্ট্রপতির ওই আদেশ জারির এখতিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে এবং সেই আদেশ অনুসরণ করেনি তারা, ফলে বিরোধী জোটের এমপিরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নিলেও তা গঠন হয়নি এবং গণভোটের বিষয়টিও 'তামাদি' হয়ে গেছে বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন।

বিএনপির নেতারা বলে আসছেন, গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রেক্ষাপটে বিগত সংসদের স্পিকার আত্মগোপনে ছিলেন এবং জেলে গেছেন ডেপুটি স্পিকার। সে কারণে ত্রয়োদশ সংসদের এমপিদের শপথ করিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। জামায়াতসহ **১১**দলীয় ঐক্যের এমপিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে যে শপথ পড়িয়েছেন, এর কোনো বৈধতা নেই বলে তারা মনে করেন। এই ইস্যুতে বিএনপি সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন যেমন তুলেছে, একইসঙ্গে সংস্কার নিয়ে আলোচনার শুরু থেকেই তারা অবস্থান নিয়েছে নতুন করে সংবিধান লেখার বিপক্ষে। দলটি বর্তমান সংবিধান বাতিল করে সংস্কারের পক্ষে নয়। তারা সংস্কার করার কথা বলছে, সেটি তারা করতে চায় বিদ্যমান সংবিধানে সংশোধনী এনে। বিএনপির নেতারা বলছেন, বিদ্যমান সংবিধানে বিভিন্ন সময়ে **১৭**-বার সংশোধনী আনা হয়েছে। এখন তারা সংস্কার নয়, সংবিধানের অষ্টদশ সংশোধনী আনতে চান। সেখানে জুলাই সনদের যে বিষয়গুলোতে দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে বা বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট নেই, সেগুলোর সঙ্গে তাদের **৩১** দফা সংস্কার প্রস্তাবের সমন্বয় করবেন তারা। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জুলাই সনদের ৪৮টি প্রস্তাব সংবিধান-সম্পর্কিত। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে বিএনপির ভিন্নমত রয়েছে। দলটি নিজেদের ভিন্নমতের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে। তবে জামায়াত ও এনসিপিসহ বিরোধী জোট সংবিধান সংস্কার পরিষদের মাধ্যমে জুলাই সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো হুবহু বাস্তবায়নের পক্ষে। তারা এটিকে সাধারণ সংবিধান সংশোধন নয়, 'সংবিধান সংস্কার' হিসেবে দেখছে।

সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক মনে করেন, সংস্কার করতে হলে সংবিধান বাতিল করতে হবে। এই বাতিলের ক্ষমতা কারও নেই। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, সামরিক শাসকরা এসে সংবিধান বাতিল বা স্থগিত করে থাকে। কোনো গণতান্ত্রিক সরকার সংবিধান বাতিল করতে পারে না। কারণ সংবিধান অনুযায়ীই ক্ষমতায় আসে গণতান্ত্রিক সরকার। ফলে বিএনপি সরকারের অবস্থান আইনগতভাবে ঠিক আছে বলে তিনি মনে করেন। তবে জামায়াত ও এনসিপি নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে, গণ-অভ্যুত্থান ও আওয়ামী লীগ সরকারের পতন আইনের ভেতরে থেকে হয়নি। সেই গণ-অভ্যুত্থানের 'স্পিরিটের' ভিত্তিতে তারা সংবিধান সংস্কারের কথা বলছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ মনে করেন, সংবিধান সংস্কার নাকি সংশোধন- এই প্রশ্নে দুই পক্ষের অবস্থানের পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যাচ্ছে না; অনিশ্চয়তা বা সংকটটা সেখানেই।

সংস্কার পরিষদ নয়, সংসদেই সংবিধান সংশোধনের অবস্থানে বিএনপি

জাতীয় সংসদেই বিদ্যমান সংবিধানে সংশোধনীর মাধ্যমে সংস্কার করার অবস্থানে অনড় রয়েছে বিএনপি সরকার। দলটির একাধিক নেতা বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সেই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বসহ বিভিন্ন পক্ষ থেকে যখন সংবিধান বাতিলের দাবি তোলা হয়েছিল, তখনই বিএনপি এই সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তারা এই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন আনতে রাজি নন। দল ও সরকারের অবস্থান একই। সংস্কার যা করা দরকার, তা নির্বাচিত জাতীয় সংসদে এবং সংবিধান সংশোধন করেই করতে হবে, এখন পর্যন্ত এটাই বিএনপি ও

তাদের সরকারের অবস্থান। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, সংবিধানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই বিগত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিয়েছিল এবং ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে। সেখানে সংবিধানের বাইরে গিয়ে কিছু করবেন না তারা। কারণ বিএনপির নেতৃত্ব মনে করেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার নেই। এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত গণভোটও বৈধ নয়। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে প্রধান করে ১২ সদস্যের সংবিধান সংশোধন সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে জামায়াত-এনসিপিসহ বিরোধী জোটকে পাঁচটি পদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই জোট তা প্রত্যাখ্যান করায় সংসদে কমিটি গঠন করেছে বিএনপি। অবশ্য এনপি বিরোধীদলের জন্য পাঁচটি পদ খালি রেখেছে।

মি. আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিরোধী জোট তাদের রাজনৈতিক কৌশলের স্বার্থে হয়ত সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করে সংস্কারের কথা বলছে, কিন্তু আমরা বিদ্যমান সংবিধানেই সংশোধন করতে চাই এবং সেই উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। "সংবিধান সংশোধনের এই উদ্যোগ সরকার কার্যকরভাবে চালিয়ে যাবে। এটি বিশাল কাজ। কারণ আমরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ এবং আমাদের ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব সমন্বয় করে সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব আনবো। সেজন্য সবার সাথে আলোচনা করেই তা করবো,„ বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, সংবিধান সংশোধন কমিটিতে জামায়াতসহ বিরোধী জোটের জন্য পাঁচটি পদ এখনো খালি রাখা আছে, বিরোধী জোট চাইলে যে-কোনো সময় অংশ নিতে পারে। সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে তাদের বিরোধী দলের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা থাকবে।

অবস্থান কি পাল্টাবে জামায়াত-এনসিপি

সংবিধান ইস্যুতে জামায়াত-এনসিপি বা তাদের জোটের অবস্থান পাল্টানোর কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং তারা গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, সংস্কার পরিষদ গঠন ও জুলাই সনদের বাস্তবায়ন-এই বিষয়গুলোকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তৈরির কৌশল নিয়েছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। এসব ইস্যুতে জামায়াত-এনসিপির জোট সভা-সমাবেশ-সেমিনার করছে। তারা রাজপথে কর্মসূচি রেখে এবং সংসদের ভেতরেও প্রতিবাদ অব্যাহত রেখে বিএনপি সরকারের ওপর একটা রাজনৈতিক চাপ তৈরি করতে চাইছে। তারাও তাদের অবস্থানে অটল থাকার কথা বলছে। সেজন্য বিএনপির প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত সংবিধান সংশোধন কমিটিতে তারা অংশ না নিয়ে সেটিকে প্রত্যাখান করেছে। এখনো বিএনপি যে ওই কমিটিতে তাদের পদ খালি রাখার কথা বলছে, তাতে বিরোধী জোট সাড়া দেবে না বলেই এর নেতারা বলছেন। বিএনপির অবস্থান অনুযায়ী, যদি জুলাই সনদের সংস্কার প্রস্তাব সংবিধানে সংশোধনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়, তাতে জামায়াত-এনসিপি জোটের আপত্তি কেন, তারা কেন সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করে সংস্কারের অবস্থানে অটল থাকার কথা বলছে- এসব প্রশ্নও আলোচনায় আসছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সব রাজনৈতিক দলই মানুষের কাছে সংবিধান সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গণভোটে রায়ও দিয়েছে জনগণ। এখন জনগণের রায় পেছনে ফেলে বিএনপি সরকারে এসে এখন সংস্কার পরিষদ গঠন না করে সংবিধান সংশোধনের কথা বলছে, উল্টো পথে হাঁটছে। তারা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে পারেন না বলেও মন্তব্য করেন মি. রহমান।

বিরোধীজোটের অন্যতম শরিক এনসিপি শুরু থেকেই পুরোপুরি সংস্কার বা নতুন করে সংবিধান লেখার দাবি করে আসছে। তারাও বিএনপি অবস্থানের বিরুদ্ধে জোটগত ও দলীয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিচ্ছে। এনসিপির সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য আখতার হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, সংবিধান সংশোধন করা হলে সে ব্যাপারে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকে। এর আগে, বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধানের সংশোধনী আদালতে চ্যালেঞ্জ হওয়ার উদাহরণ আছে। মি. হোসেন মনে করেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করে সংস্কার করা হলে তখন আদালতের যাওয়ার বা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এটি তাদের অবস্থানের পক্ষে প্রধান যুক্তি। জামায়াতের আমিরও ওই একই যুক্তি দিয়েছেন। তবে বিশ্লেষকেরা পরিস্থিতিটাকে দেখছেন ভিন্নভাবে। তারা মনে করেন, সংস্কার প্রশ্নে দুই পক্ষের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস কাজ করছে। বিএনপির ধারণা, সংশোধনের বিরোধিতা করে এবং সংস্কারের কথা বলে বিরোধী জোট সংবিধানই পাল্টে ফেলতে চাইছে। কারণ এই জোটের দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নতুন করে সংবিধান লেখার দাবি তুলেছিল। এছাড়াও বিশ্লেষকেরা বলছেন, সংস্কারের যে-সব প্রস্তাব এসেছে, সেগুলো সংশোধনী হিসেবেও যুক্ত করা হলে মৌলিক অনেক বিষয়সহ সামগ্রিকভাবেই সংবিধান পাল্টে যাবে। আবার বিরোধী জোট সন্দেহ করছে, সংবিধান সংশোধনের কথা বলে সরকার জুলাই সনদ হুবহু বাস্তবায়ন না করার কৌশল নিয়েছে। সংবিধান ও সংস্কার ইস্যুতে জামায়াতের জোট বিএনপি সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলতে চাইছে। কিন্তু সংসদ নিরঙ্কুশ সংখ্যাঘরিষ্ঠতা পাওয়া বিএনপিকে সংশোধনের পথে এগোতে কতটা চাপে ফেলা সম্ভব হবে, সেই প্রশ্ন রয়েছে বিশ্লেষকদের অনেকের। যদিও বিএনপি নেতারা আশা করেন, জামায়াত-এনসিপি শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থান থেকে সরে আসবে। অন্যদিকে, বিএনপিকে নিয়ে একইরকম আশা প্রকাশ করছেন জামায়াত-এনসিপি নেতারা।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, এক পক্ষ সংবিধানের মধ্যে থেকে এর পরিবর্তন বা সংশোধন করতে চাইছে। আরেক পক্ষ চাইছে সংবিধানের বাইরে গিয়ে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন। আর এই অবস্থানে দুই পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। দুই পক্ষকেই আলোচনার মাধ্যমে সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক, যে-কোনো সংকট এড়ানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ। বিএনপির নেতারা অবশ্য বলছেন, সংবিধান সংশোধন কমিটি সব রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সংশোধনী প্রস্তাব তৈরির চেষ্টা করবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

ডিআইজিসহ ১৭ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাল বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পুলিশ ১৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে বিএনপি সরকার। তাদের মধ্যে তিন জন উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি), ১২ জন অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক (এডিশনাল ডিআইজি) এবং দু-জন পুলিশ সুপার (এসপি) রয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়টির সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী, 'জনস্বার্থে' ওই ১৭ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪৫ ধারায় বলা আছে, "কোনো সরকারি কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইবার পর যে কোনো সময় সরকার, জনস্বার্থে, প্রয়োজনীয় মনে করিলে কোনোরূপ কারণ না দর্শাইয়া তাহাকে চাকরি হইতে অবসর প্রদান করিতে পারিবে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাশ করলেন কারা?

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১২ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থীর মধ্যে এ দফায় উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রায় ছয় হাজার ১৬৫ জন। বৃহস্পতিবার এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল পিএসসি'র ওয়েবসাইট এবং টেলিটক মোবাইলের এসএমএসের মাধ্যমে জানতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। পূর্বসূচি অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা বা ভাইভা আগামী ১০ আগস্ট শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ৫০তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার ১৫০ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ক্যাডার পদের সংখ্যা এক হাজার ৭৫৫টি, যেখানে প্রায় ৬৫০ জনই স্বাস্থ্য ক্যাডার, অর্থাৎ চিকিৎসকরা নিয়োগ পাবেন। এছাড়া বাকিদের মধ্যে প্রশাসন ক্যাডারে ২০০ জন এবং পুলিশ ক্যাডারে ১১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কী হবে?

বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিন বছর তিন মাস আগে শপথ নেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে এই পদের মেয়াদ পাঁচ বছর। বুধবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকায় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ করতে পারেন বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। এসব খবরে বলা হয়েছে, শিগ্‌গিরই পদত্যাগ করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র প্রথম আলোতে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে বলা হয়েছে, পদত্যাগের কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতাকে উল্লেখ করার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে, সরকার ও বিএনপির সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে এতে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে পদত্যাগের জন্য ইতোমধ্যে বিএনপির উচ্চপর্যায় থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তার সম্ভাব্য উত্তরসূরি নিয়েও উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে বলে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনিও রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের গুঞ্জন শুনেছেন বলে জানান। সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আপনি নিজেই বললেন এটা একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, তো গুঞ্জন তো গুঞ্জনই। আর এটা যদি ঘটনা হয়, সেটাতো আমরাও দেখবো।„ এ সময় সাংবাদিকরা গণমাধ্যমে খবরও প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখ করলে তিনি প্রশ্ন করেন, "গণমাধ্যমে আসছে? হতে পারে, আপনারা রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞেস করেন।„ প্রক্রিয়া কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে পদত্যাগ করতে চাইলে অথবা স্বাস্থ্যগত কারণে, যে-কোনো কারণে চাইলে, তার সেটা অপশন আছে। এক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ কী এমন প্রশ্নে মি. আহমদ বলেন, "সরকারের কোনো পদক্ষেপ নাই এখানে।„ রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকরা উল্লেখ করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "সরকারের পক্ষ থেকে তো আর কিছু বলা হচ্ছে না। আপনারা পত্রিকায় দেখছেন যে, গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ইত্যাদি, আমিও শুনছি।„ উনি স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করছেন কি না- এমন প্রশ্নে রাষ্ট্রপতিকেই প্রশ্নটি করতে বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. আহমদ। পরে মি. আহমদ বলেন, "উনি

চিকিৎসার্থে কিছুদিন আগে বিদেশে গিয়েছিলেন তো চিকিৎসা তো নিতেই পারেন।„ কিন্তু পাঁচ বছরের নির্ধারিত মেয়াদের আগেই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কী হবে, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এসব নিয়ে মানুষের মাঝে কৌতূহলও রয়েছে। রাষ্ট্রপতি কার কাছে পদত্যাগপত্র দেবেন অথবা তার অনুপস্থিতিতে কে দায়িত্ব পালন করবেন- এমন নানা প্রশ্নও আলোচনায় আসছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এরপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। ম্যাক্সিমাম তিন মাসের মধ্যে সংসদে নির্বাচন হতে হবে।„

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করলে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কী?

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতি। সংবিধান অনুযায়ী, একজন রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর। সর্বোচ্চ দুইবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন তিনি। ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। সেসময় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম অনুযায়ী, প্রথম স্থানে থাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন সময়ের হিসাবে প্রায় তিন বছর তিন মাস ধরে এই পদে রয়েছেন। তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০২৮ সালের এপ্রিলে। তাহলে মেয়াদের আগেই এখন পদত্যাগ করতে চাইলে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কী হবে, সেটি সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে বলে জানান সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে হলে এখন সংবিধান অনুযায়ী স্পিকারের কাছে তাকে পত্র জমা দিতে হবে বলে জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ সম্পর্কে সংবিধানের ৫০-এর তিন অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, ”স্পিকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।„ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করে দেওয়া পত্রটি খুব ছোট হয় বলে জানান তিনি। ”উনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন। স্বেচ্ছায় হোক বা চাপে পড়ে হোক, যেটাই হোক উনি লিখবেন, আমি স্বাস্থ্যগত বা ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করলাম। পদত্যাগ ইমিডিয়েটলি কার্যকর হয়। এটা দুই লাইনের চিঠি হয় সাধারণত।„ একইসঙ্গে, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার সাথে সেটি গ্রহণ বা গ্রহণ না করার কোনো সম্পর্ক নেই বলেও উল্লেখ করেন এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী। ”এসব পদে পদত্যাগপত্র হ্যান্ডওভার করলেই কার্যকর হয়ে যায় সাধারণত। মানে পদত্যাগপত্রটা স্পিকারের কাছে পৌঁছে দিলেই স্পিকার পাওয়ার সময় থেকেই কার্যকর হবে, মানে এখানে গ্রহণ করার, না গ্রহণ করার কোনো স্কোপ নাই। পদত্যাগপত্র লিখলেই এটা গ্রহণীয়।„

পদত্যাগপত্র দেওয়ার পরে কী হবে?

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই পদ শূন্য থাকবে না বলে জানান শাহদীন মালিক। সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পিকার থাকবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ”রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত, কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।„ এই অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা করে মি. মালিক বলেন, ”রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করা বা নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্যবর্তী যে সময়, ওই সময়ে স্পিকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।„ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষের আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে ওই পদ শূন্য থাকবে না, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং সংসদে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করা হবে বলে উল্লেখ করেন মি. মালিক। সংবিধানের ১২৩(১) অনুচ্ছেদে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির-পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ওই পদ শূন্য হলে মেয়াদ শেষের তারিখের আগে ৯০ অথবা সর্বনিম্ন ৬০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই নির্বাচন নিয়ে কয়েকটি শর্তের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে, যে সংসদ রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেছে, সেই সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে যদি রাষ্ট্রপতির পদ খালি হয় তাহলে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা যাবে না। একইসঙ্গে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নতুন সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

এছাড়া রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণ হলে নির্বাচনের বিষয়ে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ”মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার পর নব্বই দিনের মধ্যে সেটি পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।„ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক ব্যাখ্যা করে বলেন, ”সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে, পদত্যাগ করলে বা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নতুন রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করবে। সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। তিন মাস বা দুই মাস যেটাই হোক সর্বোচ্চ তিন

মাস।„ উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছিল। পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংকের সর্বোচ্চ একটি পদে থাকাবস্থায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। পরে ওই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। চব্বিশের পাঁচই আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতির পটপরিবর্তন হয়। তখন জুলাই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বসহ বিভিন্ন পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবি উঠেছিল। সে সময় বিএনপি রাষ্ট্রপতি পদে তার বহাল থাকার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। আওয়ামী লীগের সময়ের রাষ্ট্রপতি হলেও মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বিগত জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া, ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ পড়ান। যদিও সেসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা তার পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবন ঘেরাওসহ নানা কর্মসূচি করেছিল। সেসময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মৌখিক নির্দেশনায় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস থেকে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ”তিনি অপমানিত হয়েছেন„ বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। সেসময় হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ”আমি চলে যেতে চাই। এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি আগ্রহী।„ সব দূতাবাস, কনস্যুলেট থেকে রাতারাতি তার ছবি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে ওই সাক্ষাৎকারে তিনে বলেছিলেন, ”মানুষের কাছে এর মাধ্যমে একটি ভুল বার্তা যায় যে, হয়ত রাষ্ট্রপতিকেই সরিয়ে দেওয়া হতে যাচ্ছে। এটি আমাকে গভীরভাবে অপমানিত করেছে।„

গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড়ো বিজয় নিয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকেই আবার রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন প্রশ্নে রাজনীতিতে নানা আলোচনা শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপির বিভিন্ন সিনিয়র নেতার নামও আলোচনায় ছিল চলতি বছরের মার্চে। কিন্তু তখন বিএনপির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদের এখনো অনেকটা সময় বাকি আছে। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। কিন্তু মাত্র চার মাস পরেই এখন আবার রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

বিরোধী দলের আপত্তি সত্ত্বেও 'তড়িঘড়ি' করে পাস করা ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইনে কী আছে?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন, ২০২৬' নামে নতুন একটি আইন পাস করেছে সরকার, যা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, সংসদের নির্ধারিত কার্যতালিকায় না থাকার পরও গত ১৫ জুলাই আইনের খসড়াটি অনেকটা আকস্মিকভাবে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। এরপর বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে 'তড়িঘড়ি করে' কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সেটি পাস করানো হয়। এমনকি, পাস হওয়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এ ধরনের বিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানোর রীতি থাকলেও এক্ষেত্রে সেটি মানা হয়নি। ফলে আইনটি ঘিরে বিরোধীদলের সদস্যদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ”অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে আইনগুলো পাস করা হচ্ছে। এটার ভিতরে কী ভুল-ভ্রান্তি আছে, এটা তাড়াহুড়া করার কী হেতু? অন্য কোনো স্বার্থ জড়িত আছে কি-না, সেগুলো আমরা বুঝছি না,„ সংসদে বলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য নাজিবুর রহমান। ”কোনো সময় না দিয়ে এভাবে তাড়াহুড়া করে আপনারা যদি বিল পাস করার অনুমতি দেন, তাহলে আমি মনে করি, আমাদের যে মৌলিক অধিকার আইন প্রণেতা হিসেবে, সেটা আমাদের ক্ষুণ্ণ হচ্ছে,„ যোগ করেন মি. রহমান। সরকার অবশ্য বলছে যে, সময় স্বল্পতার কারণে সংসদ অধিবেশনের শেষদিনে তারা দ্রুততার সঙ্গে বিলটি পাস করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে বিলটির বিষয়ে পরবর্তীতে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হলে সেটি বিবেচনা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। কিন্তু যে আইন পাস ঘিরে এত সন্দেহ ও বিতর্ক, কী আছে সেই 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইনে'? এটি কার্যকর হলে কারা ঠিক কী ধরনের সুবিধা পাবে? জামায়াত কেন এর বিরোধিতা করছে?

সেদিন সংসদে যা ঘটেছিল

গত ১৫ জুলাই ছিল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষদিন। ওইদিনের নিয়মিত কার্যতালিকায় নতুন আইন প্রণয়ন নিয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীতে সম্পূরক আরেকটি কার্যতালিকা প্রকাশ করা হলে সেখানে ইনভেস্ট বাংলাদেশ বিলের বিষয়টি সংসদ সদস্যদের নজরে আসে। এরপর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিলটি সংসদে উত্থাপনের প্রস্তাব করলে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়। কারণ সাধারণত বিল উত্থাপনের তিনদিন আগে সংসদ সদস্যদের সবাইকে নোটিশ দিয়ে সেটির বিষয়ে অবগত করা হয়, যা এক্ষেত্রে মানা হয়নি বলে জানান বিরোধীদলের সদস্যরা। তখন সংসদের ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল সংসদকে জানান যে, নোটিশের সময়ের বিষয়টি তিনি মার্জনা করেছেন। আইনের খসড়াটি মন্ত্রিসভায় পাস হয়েছিল গত ৯ জুলাই। এরপর ছয়দিন পার হওয়ার পরেও সরকার কেন সেটির বিষয়ে সংসদ সদস্যদের নোটিশ দিল না, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য নাজিবুর রহমান। ”ছয়টা দিন চলে গেল। এর মধ্যে

আমাদেরকে তিনদিনের যে নোটিশটা দেওয়ার কথা ছিল, ডকুমেন্টগুলো দেওয়ার কথা ছিল, দেওয়া হলো না কেন, তার কোনো জাস্টিফিকেশন কিন্তু পেলাম না,„ বলেন মি. রহমান। এ অবস্থায় বিল উত্থাপনের পর ভালোমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সেটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানোর আহ্বান জানান পাবনা-১ আসন থেকে নির্বাচিত এই সংসদ সদস্য। জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, বিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের রীতি বাংলাদেশের সংসদে প্রথমদিকে ছিল না, বরং সপ্তম সংসদ অধিবেশন তথা ১৯৯৬ সালের পর শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নতুন যে বিলটি উত্থাপন করা হচ্ছে, সেখানে নতুন করে আইন তৈরি করা হয়নি; বরং আগের বেশ কয়েকটি আইনকে একীভূত করা হয়েছে। ”বিলটার মধ্যে যদি জটিল কোনো বিষয় থাকত, আমি নিজেই প্রস্তাব করতাম যে, এটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক,„ সংসদে বলেন মি. আহমদ।

বিরোধীপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও এক পর্যায়ে বিলটি ভোটাভুটির জন্য সংসদে তোলা হয় এবং কণ্ঠভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সেটি পাসও হয়ে যায়। বিরোধীদলের পক্ষ থেকে কোনো সংশোধনীর সুপারিশ করা হলে পরবর্তীতে সেটি আমলে নেওয়া হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তখন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, বেশ কয়েকটি ধারা নিয়ে আপত্তি থাকায় তিনি কিছু সংশোধনী দিতে চান। কিন্তু সেটা কীভাবে দেবেন- জানতে চান তিনি। জবাবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, মৌখিক বা লিখিতভাবে সংশোধনের বিষয়ে জানালে তারা সেটি বিবেচনা করে দেখবেন। এদিকে, তড়িঘড়ি করে আইন পাসের সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেন, ”প্রথম অধিবেশনে বেশ কিছু আইন খুব তড়িঘড়ি করে পাস করতে হয়েছে সময়ের বাধ্যবাধকতার কারণে। সেই সময় আমরা বলেছিলাম, ভবিষ্যতে যেন সবকিছু আমাদের কাছে আমাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী আসে।„ ”এখানে শুধু অধিকারের প্রশ্ন নয়, এটা দায়িত্বেরও ব্যাপার। আমরা অধিকার না হয় স্যাক্রিফাইস করলাম, কিন্তু দায়িত্বে আমাদের অবহেলা হয়ে গেল,„ বলেন মি. রহমান।

হঠাৎ নতুন আইন কেন?

বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের এতদিন তিনটি আলাদা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করতে হতো। সেগুলো হলো : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন ভিন্ন আইনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। এতে কাজ করার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যেই এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের বিরোধ দেখা দিতো। এর ফলে প্রশাসনিক কাজে জটিলতা তৈরি হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা ভোগান্তিতে পড়তেন। এই সমস্যার সমাধানে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে সরকার একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা করেছে। আর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যই 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন ২০২৬' নামে নতুন আইনটি পাস করা হয়েছে। এর আওতায় বিনিয়োগ বিষয়ক নতুন যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হবে, সেটি নাম 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ' হবে বলে আইন উল্লেখ করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের সকল কার্যক্রম এখন থেকে এই নতুন প্রতিষ্ঠানের অধীনে চলবে বলে জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে, নতুন আইনে বিনিয়োগ ও ব্যবসা সংক্রান্ত সকল সেবা, অনুমোদন, লাইসেন্স, ছাড়পত্র, অনুমোদন প্রদানসহ ব্যবসায়ীদের আরও অনেক সমস্যা সমাধানে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার বিধানও রাখা হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমবে এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করছে সরকার। কোনো ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে আইনটি প্রণয়ন করা হচ্ছে কি-না, বিরোধীদলের এমন প্রশ্নের জবাবে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকার বিশেষ এই আইনটি প্রণয়ন করেনি, বরং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থেই এটি করা হয়েছে। নতুন আইন পাসের মাধ্যমে আগের চারটি আইন রহিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০; বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব আইন, ২০১৫; বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮। বিলুপ্তির পর বিডা, বেজা ও পিপিপি কর্তৃপক্ষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ব্যাংক হিসাব, বিনিয়োগ, নথি, ঋণ, দায়, চুক্তি ও মামলা নতুন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হবে। তিন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী বলে গণ্য হবেন। চাকরির শর্ত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তারা আগের শর্তেই কর্মরত থাকবেন বলে নতুন আইন বলা হয়েছে।

কেমন হবে কর্তৃপক্ষের কাঠামো?

সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ' হবে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যার প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়। তবে সরকারের অনুমোদন নিয়ে দেশের অন্য স্থানে শাখা কার্যালয় এবং বিদেশে লিয়াজোঁ কার্যালয় স্থাপন করা যাবে বলে আইনে বলা হয়েছে। ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং সাতজন সদস্য থাকবেন। সরকার তাদেরকে নিয়োগ দিবে এবং পদমর্যাদা, চাকরির মেয়াদ, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য শর্ত সরকার নির্ধারণ করবে। এর মধ্যে চেয়ারম্যান হবেন কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী। নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যোগ্য ও

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আকৃষ্ট ও ধরে রাখার উপযোগী করে তাদের চাকরির শর্ত নির্ধারণ করতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন এই বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা চিহ্নিত করা, বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রচার চালানো, বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রণোদনার প্রস্তাব অনুমোদন, বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করবে। সেইসঙ্গে, সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি, স্থাপনা, শেয়ার ও স্বত্ব অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার, হস্তান্তর, ইজারা বা কৌশলগত বিক্রয়ের বিষয়ে বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ সরকারকে পরামর্শ দিবে। এছাড়া শিল্পাঞ্চলে বিদেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পরামর্শক নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ, তাদের কাজ করার অনুমতি ও ভিসার জন্য সুপারিশ প্রদান, বিনিয়োগ চুক্তির খসড়া তৈরিতে সরকারকে সহায়তা এবং শিল্পের তথ্যভাণ্ডার তৈরির দায়িত্বও তাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে বলে আইনে বলা হয়েছে।

বোর্ডে থাকবেন কারা?

আইনে বলা হয়েছে, ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হবে একটি গভর্নিং বোর্ড বা পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে, যার সভাপতি হবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজে বা তার মনোনীত ব্যক্তি। আর সরকারের অর্থ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পররাষ্ট্র, আইন, ভূমি, শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা বোর্ডটিতে সদস্য হিসেবে থাকবেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও বেসরকারি খাতের চারজন প্রতিনিধিও বোর্ডে থাকবেন। বেসরকারি খাতের ওই চার প্রতিনিধির মধ্যে দু-জন অবশ্যই নারী থাকতে হবে। বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান গভর্নিং বোর্ডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। বিধি অনুযায়ী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও রোডম্যাপ অনুমোদন, শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন, শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ভূমি বরাদ্দ, ইজারা প্রদান ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। এ লক্ষ্যে বছরে তাদেরকে অন্তত দু-বার অবশ্যই বৈঠক করতে হবে।

ক্ষমতা কতটুকু?

নতুন আইনে 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে, দেশে বিনিয়োগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময় সরকারি অনুমোদন, লাইসেন্স, ছাড়পত্রসহ অন্যান্য সেবা যাতে বিনিয়োগকারীরা ভোগান্তি ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট স্থানে পেতে পারেন, সেজন্য নতুন আইনে একটি 'সিঙ্গেল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম' প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে ওই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিধান রাখা হয়েছে। যদিও বর্তমানেও একটি 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল' চালু আছে। তবে নতুন প্ল্যাটফর্মটি চালু হওয়ার পর আগের ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালসহ অন্য সেবা প্ল্যাটফর্মগুলোকে সেটার সঙ্গে একীভূত করা হবে। বেসরকারি শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের সময় বিদেশি ঋণ, সরকারি জমি বরাদ্দ, আমদানি করা যন্ত্রপাতি ছাড়, পরিবেশ ও অগ্নিনিরাপত্তার ছাড়পত্র, ভিসা, কাজের অনুমতি এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও টেলিযোগাযোগ সেবা দেওয়ার সময়সীমা বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারবে। আইন অনুযায়ী, এসব সেবা, নিবন্ধন, লাইসেন্স, অনুমোদন, ছাড়পত্র বা অনাপত্তিপত্রের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা দপ্তর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ বা সুপারিশ দিতে পারবে। সেই নির্দেশ বা সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে। নতুন আইনে বলা হয়েছে, কোনো শিল্পাঞ্চল বা নিবন্ধিত শিল্প প্রকল্পের জন্য ভূমি প্রয়োজন হলে তা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে এবং কর্তৃপক্ষ সেই জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে। শিল্পাঞ্চলে ভূমি, ভবন বা জায়গা বরাদ্দ, ভাড়া বা ইজারা দেওয়া এবং ডেভেলপার ও অপারেটর নিয়োগের ক্ষমতাও কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। আইন বা অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করলে নতুন কর্তৃপক্ষ ওই শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন, অনুমতিপত্র, ভূমি বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া স্থগিত কিংবা বাতিল করতে পারবে। সেইসঙ্গে, অব্যবহৃত বা পতিত সরকারি ভূমি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করতে পারবে। একনেকে অনুমোদিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের যে-কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারবে। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে ভিন্ন কিছু না থাকলে পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি অংশীদারের প্রাক্-যোগ্যতা যাচাই, দরপত্র, দরকষাকষি এবং অনুমোদন সংক্রান্ত কাগজপত্র গোপন রাখার কথা বলা হয়েছে। আদালতের আদেশ বা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সম্মতি ছাড়া এসব তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করা যাবে না বলে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিনিয়োগ বাড়বে?

ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন পাসের ফলে দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ হবে বলে মনে করছে সরকার। আইনটি কার্যকর হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যহারে বাড়বে বলেও আশা করছেন কর্মকর্তারা। "বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিনিয়োগকারীদের সহায়তা এবং নীতি-সমর্থনের ক্ষেত্রে বাস্তব

প্রভাব রাখবে এমন উদ্যোগগুলোতে সরকারের সুস্পষ্ট মনোযোগের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ,„ আইন পাস হওয়ার পর এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বর্তমান নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। তিনি একইসঙ্গে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) কর্তৃপক্ষেরও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব পালন করছেন। মি. চৌধুরী বলছেন, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য যে ধরনের বড়ো বিনিয়োগ প্রয়োজন, সেটি বাংলাদেশে আনতে হলে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি সত্যিকারের 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিস' কাঠামো গড়ে তোলার বিকল্প নেই। ”দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘদিন ধরেই এমন একটি সমন্বিত বিনিয়োগ সংস্থার সুপারিশ করে আসছেন,„ বলেন মি. চৌধুরী। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (আঙ্কটাড) থেকেও বিডা, বেজা এবং পিপিপি কর্তৃপক্ষকে একীভূত করে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পাঁচ মাসের মাথায় সেটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি সরকার। ”আমরা বিশ্বাস করি, ইনভেস্ট বাংলাদেশ বিনিয়োগকারীদের আরো কার্যকরভাবে সেবা দিতে পারবে এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বিনিয়োগ পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভ্যালু প্রপোজিশন আরো শক্তভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে,„ বিবৃতিতে বলে বিডা'র শীর্ষ কর্মকর্তা মি. চৌধুরী।

সরকারের নতুন উদ্যোগকে ব্যবসায়ীরাও সাধুবাদ জানিয়েছেন। যদিও আইনটি শেষপর্যন্ত কতটুকু বাস্তবায়িত হবে, সেটি নিয়েও সন্দেহ পোষণ করছেন কেউ কেউ। ”এই সন্দেহটা আছে, কারণ এর আগের সরকারগুলোও বিভিন্ন সময় নানান আইন তৈরি করেছে, কিন্তু পরে সেগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের খুব একটা লাভ হয় নাই,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (অ্যামচ্যাম) সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদ। তারপরও এ দফায় সরকার আইনটি বাস্তবায়ন করতে পারলে বিনিয়োগের প্রশাসনিক জটিলতা অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তারা পুরোপুরিভাবে চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না, কারণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতাই একমাত্র সমস্যা নয়। ”প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি শিল্প-কারখানায় গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, কাস্টমস ও এনবিআরের হয়রানি, কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্দরে লম্বা সময় লেগে যাওয়া- এ ধরনের আরও অনেক সমস্যার কারণে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে উৎসাহ হারাচ্ছে,„ বলছিলেন বিজিএমইএ'র সাবেক পরিচালক ও ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল। এছাড়া নিরাপত্তাহীনতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে স্থবির অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ”কাজেই এসব সমস্যা সমাধানের দিকেও সরকারকে নজর দিতে হবে। তা না হলে বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা যাবে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তাফিজুর রহমান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

সিকিমে তিস্তা প্রকল্পের টানেল ধসে মৃতের সংখ্যা বাড়লো

সিকিমের নামচি জেলার সামারডুং-এ তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি নির্মাণাধীন টানেল থেকে আরো নয়জন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই টানেলের একাংশ ধসে পড়ায় এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২ জনে জনে দাঁড়িয়েছে বলে বার্তা সংস্থা এএনআইকে নিশ্চিত করেছেন নামচির এসপি সোনম দোলমা। নিহতদের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনো ঘটনাস্থলে উদ্ধারের কাজ চলছে। সোমবার দুপুরে হঠাৎই ধসে যায় নির্মীয়মাণ ওই টানেলের একটা অংশ। সেখানে উপস্থিত শ্রমিকদের দু,জন কোনো মতে বের হতে পারলেও ২৫জন টানেলের ভেতরে আটকে পড়েন। উদ্ধারকাজ শুরু হলে সিকিম পুলিশ, দমকল বিভাগ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং কয়লা খনি বিশেষজ্ঞরা এতে যোগ দেন। জাতীয় জলবিদ্যুৎ কর্পোরেশন, এনএইচপিসি এক বিবৃতিতে বলেছে যে, হঠাৎ মিথেন গ্যাস নির্গমনের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ঘন ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হতে শুরু করে। এই টানেলটি এনএইচপিসি-র তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অংশ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

অসুস্থতার কথা জানালেন ককরোচ জনতা পার্টির অভিজিৎ দীপকে

ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে আন্দোলনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি আরো জানান, বিশ্রামের জন্য সাময়িকভাবে দূরে থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ মঞ্চে ফিরে আসবেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ মি. দীপকে লিখেছেন, ”গত কয়েকদিন ধরে আমার প্রচণ্ড জ্বর ও শরীর ব্যথা হচ্ছে। কোনোমতে দিন পার করার জন্য আমি ব্যথানাশক ঔষধ খাচ্ছি।„ ”আজ যন্তর মন্তরে আমার সাথে দেখা না হলে আমি দুঃখিত। আমার কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমি সন্ধ্যার মধ্যে প্রতিবাদস্থলে ফিরে আসব।„ অভিজিৎ দীপকেসহ অন্যান্য বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অনড় রয়েছেন। বুধবার রাতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। অন্যদিকে, পুলিশের অভিযোগ, পার্লামেন্ট স্ট্রিটের দিকে অগ্রসর হওয়া ভিড়কে আটকাতে গেলে তাদের উদ্দেশ্য করে পাথর ও বোতল ছোঁড়া হয়। এই

ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ তোলেন মি. দীপকে। বিক্ষোভকারীদের প্রতি পুলিশের আচরণ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

কুয়েত ও জর্ডানে মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে ইরানের পাল্টা হামলা

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাবে কুয়েত ও জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে পাল্টা ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। দেশটির সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা কুয়েতে তিনটি মার্কিন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে আবারও ড্রোন হামলা হামলা শুরু করেছে। বিবৃতিতে জর্ডানে হামলার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে মার্কিন বিমান হামলার পাল্টা জবাবে তেহরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করার কথা জানিয়েছে জর্ডান। দেশটির সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ইরান থেকে অন্তত চারটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে জর্ডানের সেনারা। আরেকটি ক্ষেপণাস্ত্র জনবসতিহীন এলাকায় পড়ায় কোনো প্রাণহানি ঘটেনি বলে জানানো হয়েছে। এর আগে, বুধবার সন্ধ্যায় ছয়টি ড্রোন হামলা প্রতিহত করার তথ্য দিয়েছিল জর্ডানের সেনাবাহিনী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আন্দোলনরত `ককরোচ পার্টি'কে, ফের আলোচনায় বসার আহ্বান জানাল ভারত সরকার

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত `ককরোচ জনতা পার্টি', প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন এর আগেও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছিল। বার্তা সংস্থা এএনআইকে জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, ”সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আলোচনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং প্রয়োজনমতো সময় দিতেও প্রস্তুত। সরকার গতকাল বিকেল থেকে তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য চারবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।„ ”আমরা আমাদের সমস্ত তরুণ বন্ধুদের খোলা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, সরকার আপনাদের সুবিধামতো যে-কোনো সময়ে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।„ তিনি জানিয়েছেন, জেপি নাড্ডার কার্যালয়ে অথবা তার বাসভবনে এই বৈঠক হতে পারে। তিনি বলেন, ”কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনায় উপস্থিত থাকব। আমরা আশা করি, আলোচনার মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে একটি সমাধানের দিকে এগিয়ে যাব।„ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করার উপর জোর দিয়ে তিনি এও বলেছেন যে, ”ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারের গৃহীত ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলোরই এটা একটা অংশ। আমি আপনাদের সকলকে আলোচনায় বসার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইউক্রেনকে অস্ত্র না দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করলো রাশিয়া

চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তা না দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেছে মস্কো। বৃহস্পতিবার ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও,র সঙ্গে বৈঠককালে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করেছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কিয়েভে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার বিষয়টি ”অগ্রহণযোগ্য„ বলে বৈঠকে উল্লেখ করেছেন মি. ল্যাভরভ। ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে রাশিয়া একটি 'রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানে' পৌঁছাতে প্রস্তুত রয়েছে বলেও বৈঠকে জানান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিকে, বৈঠক নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকেও একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মি. রুবিও এবং সের্গেই ল্যাভরভ 'মার্কিন-রুশ সম্পর্ককে সামনে এগিয়ে নেওয়া এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের প্রয়োজনীয়তা" নিয়ে আলোচনা করেছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার মধ্যেই ইরান সফরে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান সংঘাতের মধ্যেই দু-দিনের সরকারি সফরে ইরানে গেছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলী আল জাইদি। বৃহস্পতিবার তেহরান পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান ইরানের অর্থমন্ত্রী আলী মাদিনেজাদেহ। পরে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী। ইরানের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে মি. জাইদি তেহরানে গেছেন বলে বলে ইরাক সরকারের মুখপাত্র হায়দার আব্বুদ জানিয়েছেন। সফরকালে মি. জাইদি ওই অঞ্চলের `উত্তেজনা কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ইরানের কাছ থেকে গ্যাস আমদানিসহ বেশকিছু বাণিজ্যিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করবেন বলেও জানান তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আসামের বন্যায় আরো ১০ জনের মৃত্যু

ভারতের আসামে বন্যায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় আরো ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে `আসাম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, (এএসডিএমএ)। এর মধ্যে চারজন শিশুও রয়েছে বলা জানানো হয়েছে। এর ফলে গত দু-দিনে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪১ জনে। বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলেও স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিবসাগর, চরাইদেও, ধেমাজি, জোড়হাট। পাশাপাশি ডিব্রুগড়, কামরূপ, তিনসুকিয়া,

লখিমপুর-সহ একাধিক জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে এএসডিএমএ-র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ছয় লাখ ৫৩ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। বন্যার জলে ৯৩৯টা গ্রাম জলমগ্ন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসলি জমিও। ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন একত্রে উদ্ধারের কাজে হাত লাগিয়েছে। আসামে বন্যার কারণে বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বা তার পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে ফের বোমা বিস্ফোরণের শব্দ

বৃহস্পতিবার দিনের বেলা ইরানে ফের বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। দেশটির সিস্তান ও বেলুচেস্তান প্রদেশের বেশ কিছু এলাকায় বোমা হামলা চালানো হয়েছে বলে ইরানের সরকারি গণমাধ্যমের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ওই হামলায় কোথায় কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি। দুই সপ্তাহ আগে দ্বিতীয় দফায় হামলা শুরু করার পর এতদিন কেবল রাতেই হামলা চালাচ্ছিল মার্কিন সামরিক বাহিনী। কিন্তু এখন দিনের বেলাতেও হামলা চালানোর খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত মঙ্গলবারের হামলায় মার্কিন সেনারা বি-১ বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম অ্যাক্সিওস। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে হামলায় বি-১ বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র, বলছে মার্কিন গণমাধ্যম

ইরানের ওপর হামলায় বি-১ বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র- মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দেশটির গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের খবরে একথা বলা হয়েছে। গত ২১শে জুলাই রাতে ইরানে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলায় দূরপাল্লার একটি বি-১ বোমারু বিমান ব্যবহার করা হয় বলে তারা জানায়। খবরটিতে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ১২ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে হামলা-পাল্টা হামলা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম এ ধরনের বোমারু বিমান ব্যবহার করলো যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় যুদ্ধ শুরুর পর ইরানের পারমাণবিক ঘাঁটিতে হামলায় বি-টু বোমারু বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল। অ্যাক্সিওস বলছে, মার্কিন বি-১ বোমারু বিমানটি যুক্তরাজ্যের একটি বিমান ঘাঁটি থেকে অভিযানে অংশ নিয়েছিল। এ ধরনের সামরিক বিমান প্রায় ৯০০ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের ২৪টি বোমা কিংবা কয়েক ডজন ক্রুজ মিসাইল বহনে সক্ষম। নতুন সংঘাতে বি-১ বোমারু বিমানের ব্যবহার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযানের পরিধি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যদিও মার্কিন সামরিক বাহিনী মঙ্গলবারের হামলা নিয়ে যে বিবৃতি প্রকাশ করেছে, সেখানে বি-১ বোমারু বিমান ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের প্ররোচনায় সংঘাতে জড়িয়েছে হুথিরা : মার্কো রুবিও

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইয়েমেনের হুথিরা ইরানের "প্ররোচনায়„ লোহিত সাগরে জাহাজে হামলা চালিয়েছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ান (আসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস) সম্মেলনের ফাঁকে মি. রুবিও বলেন, "সাম্প্রতিক সংঘাতগুলোয় হুথিরা মূলত বিচক্ষণতা দেখিয়েছে এবং এর বাইরে থেকেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা প্রতারিত হয়েছে এবং সৌদি আরব ও তার জাহাজগুলোতে হামলার পথে গেছে।„ তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, "আমি আশা করি, তারা উত্তেজনা কমাবে। সত্যি বলতে, আমার ধারণা হুথিরা ইরানের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিজেপির সঙ্গে ২০ জন 'বিশ্বাসঘাতক' আছে : বিক্ষোভ তৃণমূল এমপির

নারী সংসদ সদস্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ভারতের লোকসভা থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার পর, বৃহস্পতিবার মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ সদস্য কল্যাণ ব্যানার্জী সংসদ চত্বরে একা বিক্ষোভ দেখান। তার গলায় একটি প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। প্ল্যাকার্ডে হিন্দিতে লেখা রয়েছে, "বিজেপির সঙ্গে সংসদে ২০জন বিশ্বাসঘাতক রয়েছেন।„ একইসঙ্গে সংসদ চত্বরে তাকে এই স্লোগান দিতেও দেখা যায়। ভারতের লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা বুধবার সংসদে জানান, একাধিক নারী সংসদ সদস্যের তরফ থেকে তিনি মি. ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করার লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। লোকসভায় মি. ব্যানার্জীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার প্রস্তাব উঠলে, কণ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে মি. বিড়লা সেই প্রস্তাব স্বীকার করেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

সৌদি আরবের তেলবাহী জাহাজে হুথিদের হামলার 'কঠোর নিন্দা' পাকিস্তানের

পূর্বঘোষিত নৌ-অবরোধের অংশ হিসেবে, লোহিত সাগর দিয়ে যাওয়ার সময় সৌদি আরবের দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে হুথিরা যে হামলা চালিয়েছে, সেটার বিরুদ্ধে 'কঠোর নিন্দা' জানিয়েছে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে হামলার বিষয়ে নিন্দা জানান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ।

পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া একটি পোস্টে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”আমি লোহিত সাগরে সৌদি তেলবাহী ট্যাংকারের ওপর হুথিদের হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অগ্রহণযোগ্য, আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, নৌ চলাচলের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করে।„ সেইসঙ্গে, সৌদি আরবের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও সমৃদ্ধির প্রতি পাকিস্তানের অবিচল সমর্থনের কথা পুনব্যক্ত করেন মি. শরীফ। উল্লেখ্য যে, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি কৌশলগত প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিলেই কেবল সৌদির পারমাণবিক চুক্তি কার্যকর হবে : ট্রাম্প

সৌদি আরব আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিলেই কেবল ওয়াশিংটন ও রিয়াদের মধ্যে স্বাক্ষরিত বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতাসংক্রান্ত চুক্তিটি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আব্রাহাম অ্যাকর্ডস হলো ইসরায়েল ও কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে করা একগুচ্ছ চুক্তি, যা ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), বাহরাইন, মরক্কো এবং সুদান আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিয়েছে। সৌদি আরবের দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি গ্রহণযোগ্য রূপরেখা নিয়ে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত ওই চুক্তিতে যোগ দেবে না। এখন ট্রাম্প বলছে, সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে পারমাণবিক চুক্তি সই করেছে, সেটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগদানের সিদ্ধান্তের ওপর। এছাড়া চুক্তিটির কার্যকর হলেও সৌদি সরকার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির অনুমতি পাবে না বলেও জানান তিনি। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, চুক্তি আওতায় সৌদি সরকার কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো বেসামরিক কাজেই পারমাণবিক কেন্দ্র ব্যবহার করতে পারবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

নৌ অবরোধ তুলে নিয়ে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করার আহ্বান আসিয়ানের

বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে চলমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অবরোধ তুলে নিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য জলপথটি উন্মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট 'আসিয়ান'। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলোকে ভোগাচ্ছে বলেও বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন আসিয়ানের নেতারা। এ অবস্থায় ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন থেকে তারা বিবাদমান পক্ষগুলোকে আবারও 'সংযত' হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবারের আসিয়ান সম্মেলনে অংশ নেন। সেখানে তিনি সতর্ক করে বলেন, হরমুজ প্রণালির ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ একটি ”বিপজ্জনক নজির„ স্থাপন করতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতে জ্বালানি তেলের দাম আবারও ১০০ ডলার ছাড়িয়েছে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে আবারও একশ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। গত মে মাসের পর এবারই প্রথম তেলের দাম একশ ডলার পার হলো। ইরানের ওপর মার্কিন সামরিক হামলা তীব্র হওয়ায় বেশ কয়েকদিন ধরেই ধারাবাহিকভাবে বাড়ছিল জ্বালানি তেলের দাম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অপরিশোধিত ব্রেন্ট ক্রুড ওয়েলের দাম একলাফে ছয় শতাংশ বেড়ে গেছে। মূলত ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী লোহিত সাগরে সৌদি আরবের তেলের ট্যাঙ্কারে হামলা চালানোর পর তেলের এমন মূল্যবৃদ্ধি দেখা গেল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

ইরান থেকে সব দূতাবাসকর্মী প্রত্যাহার করে নিলো যুক্তরাজ্য

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্য চলমান পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্যে তেহরানে অবস্থানরত সকল দূতাবাসকর্মী প্রত্যাহার করে নিয়েছে যুক্তরাজ্য। সেইসঙ্গে, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে নিরাপত্তা ইস্যুতে সতর্ক করেছে দেশটি। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ʽনিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে, যুক্তরাজ্যের দূতাবাস কর্মীদের সাময়িকভাবে ইরান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে তেহরানে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। কর্মকর্তারা দূরবর্তী স্থান থেকে সীমিত আকারে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে, ইরানে অবস্থানরত ব্রিটিশ নাগরিকদের সতর্ক করে বিবৃতিতে আরও বলা বলেছে, সেখানে তারা আটক, গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। ”ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকা, এমনকি ব্রিটিশ সংযোগ আছে-এমন ধারণাও গ্রেফতারের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। ইরানে গ্রেফতার হলে আপনাকে কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছরেরও কারাদণ্ড হতে হতে পারে,„ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসখানেক আগে যুক্তরাজ্য জানিয়েছিল যে, তারা ইরান থেকে তাদের দূতাবাসের 'বেশ কিছু কর্মীকে' প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এবার অবশিষ্ট সবাইকে সরিয়ে নিল দেশটি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

ইসরায়েলকে স্বীকৃতি না দিলে সৌদির সঙ্গে করা পারমাণবিক চুক্তি কার্যকর হবে না : ট্রাম্প

ইসরায়েলকে স্বীকৃতি না দিলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের করা পারমাণবিক চুক্তিটি কার্যকর হবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়ে তারা আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিলেই কেবল তখনই ওয়াশিংটন ও রিয়াদের মধ্যে স্বাক্ষরিত বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতাসংক্রান্ত চুক্তিটি কার্যকর হবে। আব্রাহাম অ্যাকর্ডস হলো ইসরায়েল ও কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে করা একগুচ্ছ চুক্তি, যা ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), বাহরাইন, মরক্কো এবং সুদান আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিয়েছে। সৌদি আরবের দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি গ্রহণযোগ্য রূপরেখা নিয়ে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত ওই চুক্তিতে যোগ দেবে না। এখন ট্রাম্প বলছে, সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে পারমাণবিক চুক্তি সই করেছে, সেটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগদানের সিদ্ধান্তের ওপর। এছাড়া চুক্তিটির কার্যকর হলেও সৌদি সরকার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির অনুমতি পাবে না বলেও জানান তিনি। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, চুক্তি আওতায় সৌদি সরকার কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো বেসামরিক কাজেই পারমাণবিক কেন্দ্র ব্যবহার করতে পারবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

গাজী নজরুল এমপি'র বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে স্পিকার ও ইসিকে জামায়াতের চিঠি

সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের স্পিকার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত এক চিঠি প্রধান নির্বাচন কমিশনে (ইসি) পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, সম্প্রতি সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে পরিচালিত সাংগঠনিক তদন্তে তার নৈতিক স্খলন প্রমাণিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬২ নম্বর ধারা অনুযায়ী তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ”গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি আপনার (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাখিল করা হলো।„ এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কারের ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের সংসদ সদস্য পদ নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়ে জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাওয়ার পরই আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। ইসি মাছউদ জানান, ”সংসদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় চিঠি পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন পুরো বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করবে। সংবিধান ও বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য নিজ দল থেকে পদত্যাগ করলে তার আসন শূন্য হওয়ার অর্থাৎ এমপি পদ বাতিলের বিধান রয়েছে। তবে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করলে সেই কারণে সংবিধান অনুযায়ী উক্ত সদস্যের এমপি পদ বাতিলের কোনো আইনি সুযোগ নেই। এই বিষয়ে কেবল স্পিকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ রেফারেন্স বা চিঠি পাঠালে নির্বাচন কমিশন আইনি প্রক্রিয়ায় পদ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সংসদ থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশনা সংবলিত চিঠি এলেই কমিশন পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।„ উল্লেখ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে `ব্যক্তিগত মুহূর্তের, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর সাতক্ষীরা–৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে গতকাল বুধবার দল থেকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সংগঠনের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের গতকাল এক জরুরি বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

কুয়েত ও জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের ভয়াবহ হামলা : থাড ও প্যাট্রিয়ট রাডার ধ্বংস

কুয়েত ও জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে যৌথ ও বহুমুখী হামলা চালিয়েছে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এবং ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। 'অপারেশন সায়েকেহ' (বজ্রপাত))-এর ২৩তম পর্যায়ে পরিচালিত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ওই অঞ্চলে মোতায়েনরত মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

কুয়েতে ৩টি প্রধান মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন আক্রমণ

ইরানি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কুয়েতে মার্কিন বাহিনীকে আশ্রয় দেওয়া তিনটি প্রধান ঘাঁটি- ক্যাম্প ডোহা, আলী আল-সালেম বিমানঘাঁটি এবং ক্যাম্প আরিফজানে একের পর এক আত্মঘাতী ও ধ্বংসাত্মক ড্রোন হামলা

চালানো হয়েছে। এই হামলায় ডোহা ঘাঁটিতে থাকা মার্কিন বাহিনীর প্রধান লজিস্টিক সুবিধা ও গোলাবারুদের ডিপো, আলী আল-সালেম ঘাঁটির জ্বালানি রিজার্ভার এবং আরিফজান ক্যাম্পের প্রধান অস্ত্রাগার বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ে। এ ছাড়া 'ক্যাম্প উদাইরি'-তে পরিচালিত হামলায় মার্কিন সেনাসদস্যদের আবাসন, বেশ কয়েকটি ড্রোন, একটি এমকিউ-৯ ড্রোনের হ্যাঙ্গার এবং দুটি হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে বেশ কয়েকজন মার্কিন সেনা হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জর্ডানে উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাডার ধ্বংস

একই সময়ে জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাটিতে আকস্মিক ও নিখুঁত হামলা চালায় আইআরজিসি। এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত উন্নত 'থাড' (THAAD) ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রাডার, একটি 'প্যাট্রিয়ট' (Patriot) সিস্টেম এবং একটি 'সি-রাম' (C-RAM) রাডার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। হামলার পর জর্ডানের ওই ঘাঁটির মূল জ্বালানি ডিপো, হেলিকপ্টার যন্ত্রাংশের গুদাম এবং একটি হেলিকপ্টার রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

আক্রমণ চালানো আমাদের আইনগত, ধর্মীয় ও যৌক্তিক অধিকার

আঞ্চলিক দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের মার্কিন অভিযোগ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে আইআরজিপিসি দুটি পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, কুয়েত বা জর্ডানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি ইরানের পূর্ণ সম্মান রয়েছে। তবে এই সামরিক ঘাঁটিগুলো স্থানীয় কোনো কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় না; বরং এগুলো মার্কিন আইন, বিচার ব্যবস্থা ও সামরিক পুলিশের অধীনে থাকা 'আমেরিকার দখলীকৃত এলাকা'। ইরানি বাহিনীর পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন আগ্রাসনের প্রথম দিনে মিনাব শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলায় শহিদ হওয়া ১৬৮ জন শিশুসহ অগণিত সাধারণ মানুষের রক্তের বদলা নিতেই এই প্রতিরোধ। আইআরজিপিসি জোর দিয়ে বলেছে, "আমাদের দেশের ওপর হামলাকারী এবং আমাদের কোমলমতি শিশুদের হত্যাকারীরা যে-সব ঘাটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, সেই দখলদার মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানা আমাদের আইনগত, ধর্মীয় এবং যৌক্তিক অধিকার।„ (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

পরস্পরের অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার অচলাবস্থা আরও গভীর হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানকে নতুন করে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রণালিতে কোনো জাহাজের ওপর হামলা হলে, তার জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালাবে। বুধবার ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই সতর্ক বার্তাটি পোস্ট করেন। তিনি বলেন, তেহরানের অভ্যন্তরের সেতু ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সেতু ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে তিনি লক্ষ্যবস্তু করবেন। ওদিকে ইরানের তাসনিম বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, একজন সামরিক কর্মকর্তা এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বলেছেন, এর প্রতিশোধ হিসেবে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট জ্বালানি স্থাপনাসহ অঞ্চলজুড়ে অবকাঠামো ও সেতুগুলোতে হামলা চালাবে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ রয়ে গেছে। ইসরায়েলি ও মার্কিন কর্মকর্তারা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে জানিয়েছেন যে, ইসরায়েলি গোয়েন্দারা মনে করছেন, ইরান হাজার হাজার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সেন্ট্রিফিউজ পাহাড়ের গভীরে সুড়ঙ্গে সরিয়ে নিয়েছে। ভূগর্ভস্থ এই স্থানটি মধ্য ইরানের 'মাউন্ট কোলাং'-এ অবস্থিত, যা পিকএ্যাক্স মাউন্টেন নামে পরিচিত। তারা বলেছেন, ইরান গত বছর সেদেশের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলার পর, সেন্ট্রিফিউজগুলো সরিয়ে নিয়েছে। ট্রাম্প শীঘ্রই ওই পাহাড়ে একটি বড় ধরনের হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেখানে "কোনো পারমাণবিক কর্মকাণ্ড চলছে না„ এবং ওয়াশিংটনের এই অভিযোগকে তিনি "আগ্রাসন, ধ্বংস এবং অন্তর্ঘাতের„ জন্য একটি "মিথ্যা অজুহাত„ বলে অভিহিত করেছেন।

(এনএইচকে ওয়েব অএজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

১৩ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ নোয়াখালীতে

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে টিউশন পড়তে যাওয়া ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার সন্ধ্যায় ওই ছাত্রীর শিক্ষিকার বাড়িতেই এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিক্ষিকার বাবাকে আটক করা হয়। তাকে গাছে বেঁধে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকে ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার ওই ব্যক্তির নাম কামাল উদ্দিন (৫০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়তে যেত। এদিনও সে পড়তে যায়। এ সময় শিক্ষিকা ও তার মা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে একা থাকা কামাল উদ্দিন ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন এবং ঘটনা কাউকে না বলতে হুমকি দেন।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রনি)

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে আক্রমণ করলে ইরানের ব্রিজ ভাঙা হবে, হুমকি ট্রাম্পের

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ আক্রমণ করলে ইরানের পরিকাঠামোর উপর আক্রমণ করবে অ্যামেরিকা। সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার ট্রুথ সোশাল মিডিয়াতে তিনি লেখেন, "এখন থেকে হরমুজ প্রণালিতে ইরান যতবার মিসাইল, রকেট, ড্রোন বা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করবে, আমেরিকা ইরানের ব্রিজে বা শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে অথবা ব্রিজ লক্ষ্য করে বোমা ফেলবে।„ এমনকি, রাজধানী তেহরান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও বাদ যাবে না বলে জানান তিনি। তবে আন্তর্জাতিক সাধারণ মানুষের পরিকাঠামোর উপর আঘাত করলে তাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণ মানুষ অথবা পণ্যবাহী জাহাজ আক্রমণও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, "আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি খুব স্পষ্ট, চোখের বদলে চোখ। আমাদের পরিকাঠামোতে কোনো আঘাত হানলে আমরা তার যোগ্য জবাব দেব।„ ইরানের পক্ষে আমেরিকাতে গিয়ে হামলা করা সম্ভব নয়। আরাঘচি জানিয়েছেন, ইরানের পার্শ্ববর্তী আমেরিকার মিত্র দেশেই আক্রমণ করবেন তারা। তিনি বলেন, "যারা আমেরিকার আগ্রাসনে সাহায্য করবে তারাই ইরানের নিশানা হিসেবে বৈধতা পাবে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ২৩.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন, সরকার পাশে থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, দেশি উদ্যোক্তা হোন কিংবা বিদেশি বিনিয়োগকারী- বাংলাদেশে কেউ মূলধন বিনিয়োগ করলে সরকারও সময়, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং সময়োপযোগী নীতিমালার মাধ্যমে তার পাশে থাকবে। এটি শুধু আশ্বাস নয়, সরকারের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে `বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ, শীর্ষক `এফআইসিসিআই এফডিআই সম্মেলন ২০২৬,-এ তিনি এসব কথা বলেন। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। প্রধানমন্ত্রী দেশি-বিদেশি অতিথি, ব্যবসায়ী নেতা, এফআইসিসিআইর সদস্য, উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, আজকের সম্মেলনে দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের করপোরেট প্রধান, বিনিয়োগকারী ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি বাংলাদেশের প্রতি তাদের আস্থার প্রতিফলন। তাদের অনেকেই বাংলাদেশকে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন ঘটেছে, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল সমৃদ্ধ হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিজের কর্মজীবনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনীতিতে আসার আগে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, কোনো ব্যবসার সাফল্য শুধু উদ্যোক্তার দক্ষতা বা রাজনৈতিক আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না; বরং প্রবৃদ্ধি-সহায়ক সরকারি নীতিমালাও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, দেশের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও, রয়েছে দ্রুত বিকাশমান একটি বড়ো অভ্যন্তরীণ বাজার, তরুণ ও পরিশ্রমী মানবসম্পদ, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং নিরঙ্কুশ জনসমর্থনপুষ্ট একটি নির্বাচিত সরকার। এসব শক্তি বাংলাদেশকে টেকসই ও স্থায়ী সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো নিয়মভিত্তিক, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত এবং বেসরকারি খাতের গতিশীলতায় পরিচালিত একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা। নির্বাচনি ইশতেহারে সেই অর্থনৈতিক রূপান্তরের সুস্পষ্ট রূপরেখা রয়েছে। শুধু বিনিয়োগ নয়, এই রূপকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়ার জন্যও তিনি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাঁচ মাস পূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক ও নীতিগত প্রস্তুতির কাজ নির্বাচনের আগেই শুরু হয়েছিল। এসময় বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়িক চেম্বার, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন সহযোগী ও নীতি-নির্ধারকদের মতামত নেওয়া হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার বিনিয়োগের আইনি সুরক্ষা জোরদার, আধুনিক ও ব্যবসাবান্ধব নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে তোলা, করব্যবস্থা সহজ করা, অর্জিত মুনাফা নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ করা, শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

মোজাফফরকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ, জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার অন্যতম আসামি মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেনকে ট্রাইব্যুনালের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে তাকে দুইদিন জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই নির্দেশ দিয়েছেন। প্যানেলের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। এর আগে, এদিন

সকাল ৯টা ২৫ মিনিটের দিকে মোজাফফর হোসেনকে প্রিজনভ্যানে করে কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। দুপুর পৌনে ১টার দিকে তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এজলাস কক্ষে নেওয়া হয়। এরপর শুনানি নিয়ে এই আদেশ দেন আদালত। এরও আগে মঙ্গলবার (২১ জুলাই) মেজর মোজাফফর হোসেনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-২। তারই ধারাবাহিকতায় আজ তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ওইদিন ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। এসময় প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম, ফারুক আহাম্মদ, সহিদুল ইসলাম সরদার, শাইখ মাহদী, মঈনুল করিমসহ অন্য প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

কাঁচা মরিচের কেজি ৩০০ টাকা ছুঁইছুঁই

কাঁচা মরিচের বাজার আরও চড়া হয়েছে। বাজারে এখন ২৪০ থেকে ২৮০ টাকা কেজিতে কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে। সব মিলিয়ে কাঁচা মরিচের দাম ৩০০ টাকা ছুঁইছুঁই। এছাড়া, বেশিরভাগ সবজির কেজি ১০০ টাকার আশেপাশে। কোনো কোনো সবজি ১০০ টাকার বেশি দামেও বিক্রি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) রাজধানীর ইব্রাহিমপুর বাজার, শেওড়াপাড়া, বিজয় সরণীর কলমিলতা ও কয়েকটি বাজারে ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। পূর্ব শেওড়াপাড়ার পাকার মাথায় ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করেন হাসিব। তার ভ্যানে প্রতি পোয়া কাঁচা মরিচের দাম ৭০ টাকা হাঁকা হচ্ছে। সে হিসাবে প্রতি কেজির দাম পড়বে ২৮০ টাকা। শেওড়াপাড়ার আরেকটি স্থানে ভ্যানে সবজি বিক্রেতার সঙ্গে কথা বললে তিনি কাঁচা মরিচের কেজির দাম জানালেন ৬০ টাকা পোয়া। সে হিসেবে প্রতি কেজির দাম পড়ছে ২৪০ টাকা। এদিকে, রাজধানীর কচুক্ষেত বাচারে পেঁয়াজ ৫০ থেকে ৫৫ টাকা কেজি, কাঁচা মরিচ ২৮০ টাকা কেজি, বেগুন ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। এখানে অন্যান্য সবজি কেজিতে ৮০ থেকে ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। রাজধানীর ইব্রাহিমপুর বাজারে কাঁচা মরিচ ২৪০ থেকে ২৮০ টাকায়, বেগুন ১০০ থেকে ১২০ টাকায়, পটল ৮০ টাকা, ঝিঙ্গা ১০০ টাকা, করলা ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

শুধু দল বহিষ্কার করলে এমপি পদ যাওয়ার সুযোগ নেই : ইসি মাছউদ

নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, শুধু দলের বহিষ্কারের ভিত্তিতেই সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের এমপি পদ নিয়ে সিদ্ধান্ত নয়; সংসদের তরফ থেকে চিঠি পাওয়ার পর নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত। শুধু দল বহিষ্কার করলে সংবিধান অনুযায়ী এমপি পদ যাওয়ার সুযোগ নেই। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) নির্বাচন কমিশনে এসব কথা বলেন তিনি। আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, সংসদের চিঠি পাওয়ার পর বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কার করলে এমপি পদ যাওয়ার সুযোগ নেই। আইন অনুযায়ী দল থেকে পদত্যাগ করলে এমপি পদ না থাকার কথা রয়েছে, কিন্তু দল বহিষ্কার করলে সংবিধান অনুযায়ী এমপি পদ যাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, সংসদ থেকে রেফারেন্স করলে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন। সংসদ থেকে চিঠি পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কমিশন। সংবিধান অনুযায়ী স্পিকারের মাধ্যমে সংসদের চিঠি পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে কমিশন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে লবণ কারখানায় দগ্ধ আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু, নিহত বেড়ে ৫

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর কনফিডেন্স লবণ কারখানায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ মাহমুদুল হক (৪০) নামের আরও এক শ্রমিক মারা গেছেন। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মাহমুদুল হক পটিয়া উপজেলার কুসুমপুরা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোরনখাইন এলাকার মৃত খায়ের আহমদের ছেলে। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তিনি দুই বছরের এক কন্যাসন্তানের জনক। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারান। চমেক হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. রাশেদ উল ইসলাম জানান, বিস্ফোরণে মাহমুদুল হকের শরীরের ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ দগ্ধ হয়। গুরুতর অবস্থায় তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান। এর আগে, গত ১৬ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিদারুল আলম (৩২) ও মোহাম্মদ আলম (৪৫) মারা যান। পরে ১৯ জুলাই বিকেলে নুর নবী হৃদয় (২৫) এবং একই দিন রাতে উজ্জ্বল দাশ (৫৩) মারা যান। গত ১৬ জুলাই বোয়ালখালীর পশ্চিম গোমদণ্ডী এলাকায় কনফিডেন্স লবণ কারখানায় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন লেগে ১০ শ্রমিক দগ্ধ হন। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হলেও বাকিদের চিকিৎসা চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফরিদপুরে শিশুকে ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

ফরিদপুরে শিশুকে ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন মামলার বিবরণ ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের ২২ মে বিকেলে সালথা উপজেলার ৩য় শ্রেণিতে পড়ুয়া নয় বছরের ওই শিশুটি বাড়ির পাশে নিজেদের শাক-সবজির (ডাটা) ক্ষেত দেখতে গিয়েছিল। এসময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা প্রতিবেশী শওকত মিয়া শিশুটিকে জোরপূর্বক পাশের একটি নির্জন পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। শিশুটির মুমূর্ষু অবস্থা দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 'ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' (ওসিএসি)-এতে ভর্তি করে। ঘটনার পরদিন ভুক্তভোগী শিশুর বাবা বাদী হয়ে সালথা থানায় শওকত মিয়াকে একমাত্র আসামি করে ধর্ষণ মামলা করেন। ঘটনা তদন্ত শেষে ২০২০ সালের ৫ অক্টোবর সালথা থানা পুলিশ আসামি শওকত মিয়াকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে দীর্ঘ ছয় বছর পর আদালত এ রায় প্রদান করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অর্চনা দাস বলেন, `এ রায়ের মাধ্যমে তার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো, যা সমাজে অপরাধীদের মনে ভীতি সঞ্চার করবে এবং শিশু সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল মালিক মারা গেছেন

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ সাইফুল মালিক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মোহাম্মদ সাইফুল মালিক ৩৪তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ছিলেন। কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আনিসুজ্জামান জাগো নিউজকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পারিবারিক সূত্রে জানায়, কয়েকদিন আগে তিনি স্ট্রোক করেন। প্রথমে তাকে কুমিল্লা মডার্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার গ্রিন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিহত মোহাম্মদ সাইফুল মালিকের বাড়ি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায়। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালামের সন্তান। ১৯৮১ সালে জন্ম নেওয়া সাইফুল মালিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ২৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশে ৩৪তম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডিএমপির বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৪৪৬

রাজধানীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮৭ জন গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। একই সময়ে ৫৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানার অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ বিভিন্ন অপরাধে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে ডিএমপির রমনা বিভাগ ২১ জনকে, লালবাগ বিভাগ ৩৮ জনকে, ওয়ারী বিভাগ ১০৪ জনকে, মতিঝিল বিভাগ ৪৯ জনকে, তেজগাঁও বিভাগ ৭৪ জনকে, মিরপুর বিভাগ ৮৩ জনকে, গুলশান বিভাগ ৩৮ জনকে, উত্তরা বিভাগ ৩৫ জনকে ও গোয়েন্দা বিভাগ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের হেফাজত থেকে ম্যাগাজিনসহ ১টি বিদেশি পিস্তল, ৩ হাজার ৭৫৫ পিস ইয়াবা, ৯ কেজি ৫ গ্রাম গাঁজা, ৭ গ্রাম হেরোইন, ১টি মাইক্রোবাস, ১টি কার্টার, ১টি চাকু, ৫টি মোবাইল, ১টি মোটরসাইকেল জব্দ ও এক ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান পুলিশ কর্মকর্তা নিয়াজ মেহেদী।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

ইডিএফ ঋণের নতুন নীতিমালা, খেলাপি হলে মিলবে না নতুন সুবিধা

রপ্তানিমুখী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অর্থায়ন আরও সুশৃঙ্খল করতে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) পরিচালনার নতুন অপারেশনাল গাইডলাইন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি মূল্য দেশে আনতে ব্যর্থ রপ্তানিকারী, যাদের ইডিএফ দায় অন্য ঋণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়েছে কিংবা যে-সব ব্যাংক সময়মতো ইডিএফ ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে, তারা এই সুবিধা পাবে না। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ (ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট) এ সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার জারি করেছে। নতুন নির্দেশনায় ইডিএফ ঋণের সুদের হার, ঋণের মেয়াদ, যোগ্যতা, ঋণের সীমা এবং সময় বাড়ানোর আবেদন প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলো ৬ মাস মেয়াদি SOFR + ০.৫০ শতাংশ সুদে ডলারে ইডিএফ ঋণ পাবে। আর এডি ব্যাংকগুলো রপ্তানিকারকদের কাছে সর্বোচ্চ ৬ মাস মেয়াদি SOFR + ১.৫০ শতাংশ সুদে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এছাড়া,

নিজস্ব উৎস থেকে আমদানি মূল্য পরিশোধের পর ইডিএফ পুনঃঅর্থায়ন পাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের জন্য ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১ শতাংশ সুদ আদায় করতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইডিএফ ঋণ পরিশোধ না করলে বকেয়া অর্থের ওপর প্রচলিত সুদের অতিরিক্ত ৪ শতাংশ হারে দণ্ডসুদ (ইসলামি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ) আরোপ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, ইডিএফ ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১৮০ দিন। তবে, রপ্তানি আয় দেশে আনতে বিলম্বের যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে আবেদন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বোচ্চ ২৭০ দিন পর্যন্ত সময় বাড়াতে পারবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের (এআরএফ) ৩৩তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। একইসঙ্গে তিনি সংলাপ, বহুপক্ষবাদ এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতি বাংলাদেশের অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশকে সমর্থন করা দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্ব নজিরবিহীন ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। উদ্ভূত বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংকট মোকাবিলায় সংলাপ ও কূটনীতিই সবচেয়ে কার্যকর পথ। সামুদ্রিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সব রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন, আন্তর্জাতিক আইন- বিশেষ করে জাতিসংঘের সমুদ্র আইনবিষয়ক সনদ (ইউএনক্লোস) মেনে চলা এবং শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে মতপার্থক্য নিরসনের আহ্বান জানান তিনি। এসময় রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে ড. খলিলুর রহমান বলেন, প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশ মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১৩ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। দীর্ঘায়িত এই সংকটের ফলে বাংলাদেশ মাদক পাচার, মানবপাচার এবং অবৈধ অস্ত্রের চোরাচালানসহ বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত অপরাধের শিকার হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিডার উদ্যোগে বাস্তবায়নের পর্যায়ে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নেওয়া কাঠামোবদ্ধ উদ্যোগের সুফল মিলতে শুরু করেছে। ২০২৫ সালে ২০টি দেশের ৭০ জন সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে নিয়ে গড়ে ওঠা প্রায় দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ পাইপলাইন থেকে এরই মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিডার তথ্য অনুযায়ী, এই পাইপলাইনে ১৫ শতাংশের বেশি সফল কনভারশন রেট অর্জিত হয়েছে, যা সংস্থাটির দাবি অনুযায়ী বৈশ্বিক মানদণ্ডের তুলনায়ও এগিয়ে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) এক কনসেপ্ট নোটে এসব তথ্য জানিয়েছে বিডা। সংস্থাটি জানায়, বিনিয়োগ পাইপলাইনের প্রধান উৎস দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, চীন, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস ও দক্ষিণ কোরিয়া। গত বছর থেকে কাঠামোবদ্ধ লিড জেনারেশন, বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত অনুসরণ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বিত সহায়তার ফলে বেশ কয়েকটি বড়ো বৈদেশিক বিনিয়োগ বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছে। বিডা জানায়, সবচেয়ে বড়ো বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর একটি হংকংভিত্তিক হ্যান্ডা ইন্ডাস্ট্রিজের ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২৫-এ প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করলেও পরে বিডা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সমন্বিত সহায়তায় বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ করে। প্রথম ধাপে মিরসরাই বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে পোশাক কারখানা নির্মাণ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে কেরানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে সমন্বিত টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। পুরো প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিডার তথ্য অনুযায়ী, চীনের শানডং হেনগলি টেক্সটাইল টেকনোলজির সহযোগী প্রতিষ্ঠান লিড বাংলাদেশ টেক্সটাইল টেকনোলজি কোম্পানি নারায়ণগঞ্জের বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোনে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে আধুনিক টেক্সটাইল উৎপাদন কারখানা স্থাপন করছে। বিডার ভাষ্য, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মানের উন্নত টেক্সটাইল উৎপাদন প্রযুক্তি চালু হবে। এদিকে শ্রীলঙ্কার সফটলজিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে ডায়মন্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ৬০ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে। বিডার সহায়তায় সম্পন্ন হওয়া এই চুক্তিকে দেশের জীবন বিমা খাতে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ডিজিটাল বিমা সেবা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক আন্ডাররাইটিং এবং দ্রুত ক্লেইম নিষ্পত্তি প্রযুক্তি চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া চীনের চায়না লেসো গ্রুপ চট্টগ্রামের ন্যাশনাল স্পেশাল ইকোনমিক জোনে ৩২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে প্লাস্টিক ও নির্মাণসামগ্রী উৎপাদন কারখানা স্থাপন করছে। সেখানে পিভিসি পাইপ, সোলার প্যানেল, স্যানিটারি সামগ্রী, দরজা-জানালা, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী উৎপাদিত হবে। এছাড়া মালয়েশিয়ার রিটেইল ব্র্যান্ড এমআর ডিআইওয়াই বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকাসহ

বিভিন্ন অঞ্চলে ১৭টির বেশি মেগাস্টোর পরিচালনা করছে। একইসঙ্গে বিশ্বের অন্যতম এয়ারলাইন অ্যামেনিটি কিট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মেগারিচ বাংলাদেশে প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের জন্য অন-বোর্ড লাইফস্টাইল পণ্য উৎপাদন করবে, যা দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। বিডা জানিয়েছে, গত ১২ থেকে ১৫ মাসে দেড় বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ পাইপলাইন থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ বাস্তবায়ন বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌঁছানো ইতিবাচক অগ্রগতি। সংস্থাটি এখন খাত ও দেশভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কাজ করছে। আগামী বছর নতুন করে আরও দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্ভাব্য বিনিয়োগ পাইপলাইনে যুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বিডা। সংস্থাটির মতে, নিবেদিত টিম ও বিশেষায়িত ডেস্কের মাধ্যমে বিনিয়োগ অনুসন্ধান ও পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা আরও জোরদার করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন হাব গড়তে সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান

কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। একইসঙ্গে উপকূলীয় এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমে দীর্ঘদিনের ৫০ মিটার ও ৫০০ মিটারের বিধিনিষেধ পুনর্বিবেচনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সচিবালয়ে কক্সবাজারের সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, কক্সবাজারে ৫০ মিটার ও ৫০০ মিটারের বিভিন্ন বিধিনিষেধ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। যেখানে পর্যটন উন্নয়ন হবে, সেখানে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট ও বিনোদনকেন্দ্র গড়ে উঠতে হবে। পরিবেশ রক্ষা নিশ্চিত করেই উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, তবে এমন কঠোর বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়, যাতে বিনিয়োগই না আসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে, বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি ছোটো দেশ। তাই পরিকল্পিতভাবে উল্লম্ব (ভার্টিক্যাল) উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যথায় শিল্পাঞ্চল, জলাধার ও কৃষিজমি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, বিশ্বের বড়ো বড়ো পর্যটন নগরীগুলোতে বহুতল ভবনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন হয়েছে। কক্সবাজারেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, কক্সবাজার ঘিরে সরকারের বড়ো পরিকল্পনা রয়েছে। এরই মধ্যে সেখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে, রেল যোগাযোগ চালু হয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে উন্নত সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব অবকাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করে কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ডিজিটাল পর্যটন নগরীতে রূপান্তর করা হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে কক্সবাজার অন্যতম গ্রোথ হাব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পর্যটন, বাণিজ্য ও সেবাখাতের বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে কক্সবাজারের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে। বৈঠকের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কক্সবাজারের সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্থমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। তিনি জানান, বৈঠকে পর্যটন, পরিবেশ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, ভূমি, জনপ্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সচিব, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং কক্সবাজার পৌরসভার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

শুধু ১৩ জুলাই অনুপস্থিতরাই তিন বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারবেন

বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে গত ১৩ জুলাই চট্টগ্রামের পাঁচ জেলা বাদে দেশের বাকি ৫৯ জেলায় এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা নেওয়া হয়। ভারী বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার মধ্যে ওইদিন পরীক্ষা নেওয়ায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এ নিয়ে পরদিন সারাদেশে আন্দোলনে নামেন পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা পুনরায় নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তবে কীভাবে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং কারা অংশ নিতে পারবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। অবশেষে তা স্পষ্ট করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) দুপুরে তিনি বলেন, গত ১৩ জুলাইয়ের পরীক্ষাগুলো আবার নেওয়া হবে। শুধু ওইদিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীরাই এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু খারাপ হওয়ায় আবারও দিতে চান, তারা সুযোগ পাবেন কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, `না, না। এটা তো সম্ভব না। যারা দিয়েছে, তাদের আর পরীক্ষা দিতে হবে না। প্রশ্নে ভুল ছিল, সেটাতে আমরা সবাইকে নম্বর দিয়ে দিচ্ছি তো। এরপর আর কোনো কথা নেই।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে সামিটের নথি চেয়েছে দুদক

বিদ্যুৎ খাতে সামিট গ্রুপের হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের তথ্য চেয়ে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সম্প্রতি দুদকের প্রধান কার্যালয়

থেকে সংস্থাটির উপ-পরিচারক ও যৌথ টিম প্রধান মো আলমগীর হোসেনে সই করা পাঠানো পৃথক চিঠির সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। চিঠিতে আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) দুদক উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন গ্রুপের বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সামিট গ্রুপের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সামিট গ্রুপ সংক্রান্ত দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি অনুসন্ধান টিম কাজ করছে। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে দুদকের টিম বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) কাছে কিছু রেকর্ডপত্র চেয়েছে। দুদক রেকর্ডপত্র সংগ্রহ সাপেক্ষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। দুই সংস্থার চেয়ারম্যান বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সামিট গ্রুপ বিদ্যুৎ খাতের অনেক বড়ো অংশীদার। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অর্থপাচার, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। সূত্রে জানা যায়, দুদক থেকে বিপিসি ও বিউবোর কাছে পাঠানো আলাদা আলাদা চিঠিতে বেশ কিছু নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট পাওয়ার প্ল্যান্টের (আইপিপি) জ্বালানি হিসেবে আমদানি করা এইচএফও-এর জ্বালানি খরচের উপাদানের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য বিপিসি নির্ধারিত ফরম্যাট বিষয়ক নথিপত্র, বিউবো ও সামিট পাওয়ার লিমিটেডের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী-বিপিসি যদি জ্বালানি আমদানিতে অপারগ হয়, তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র বা অনুমতি দেওয়া হয়েছে কি না তার রেকর্ডপত্র, পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী প্রতিটি ফুয়েল কার্গোর ক্যালকুলেশন শিট ও মূল সামারি শিট, আমদানি করা এইচএফওর ক্ষেত্রে হ্যান্ডলিং কমিশন, পোর্ট ডিউস/রিভার ডিউস এবং সার্ভে ফির অনুমোদিত হার ও নীতিমালা। এছাড়া, আমদানি করা এইচএফও-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য টার্মিনাল চার্জ ও ভ্যাট সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর নামে ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট-পেজ, সতর্ক করলো মন্ত্রণালয়

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের নাম, পরিচয় ও ছবি ব্যবহার করে একাধিক ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইদানীং উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের নাম, পরিচয় ও ছবি ব্যবহার করে একাধিক ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং পেজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব ভুয়া অ্যাকাউন্ট ও পেজ থেকে মন্ত্রীর অনুমোদনহীন বক্তব্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও কনটেন্ট প্রচার করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি ও নীতিহীন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের নিজ নামে একটিমাত্র ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট (ব্লু ব্যাজ) রয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা পেজের সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা বা অনুমোদন নেই। এতে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে এসব পেজ থেকে প্রচারিত কন্টেন্ট আমলে না নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

যানজট ও ডাকাতি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হাইওয়ে পুলিশের

আগামী মাসের প্রধান কর্মপরিকল্পনা হিসেবে দেশের মহাসড়কে ডাকাতি প্রতিরোধ এবং যানজট নিরসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন হাইওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি ফারুক আহমেদ। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত গত জুন মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন। সভায় মহাসড়কের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ দমন কার্যক্রম, যানজট নিরসন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় আগামী মাসের কর্মপরিকল্পনায় মহাসড়কে ডাকাতি প্রতিরোধ এবং যানজট কমাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের সব ইউনিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সভার শুরুতে অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস-পূর্ব) এবং অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস) মুনতাসিরুল ইসলাম মে ও জুন এবং ২০২৫ সালের জুন মাসের খাতভিত্তিক ট্রাফিক অপরাধের তুলনামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সভায় হাইওয়ে পুলিশের সব ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিভিন্ন রিজিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার এবং সব থানা ও ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ ভার্চুয়ালি সভায় অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় একসঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ-আইওএম

বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কৌশল প্রকল্প চুক্তি সই করেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে তিন বছর

মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে ১.২৫ মিলিয়ন ইউরো ব্যয় করা হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার মিশন প্রধান ড. লরা টম বনডে প্রকল্প চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিনিময় হবে। এছাড়া অনিবাসী বাংলাদেশিদের জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা অর্জন এবং জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে চুরি করা মালামালসহ আটক ১৬

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের বহিঃনোঙ্গর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোরাই মালামালসহ ১৬ চোরাকারবারিকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সুমন আল মুকিত স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার (২২ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টার দিকে কোস্ট গার্ডের জাহাজ শ্যামল বাংলা বহিঃনোঙ্গর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সন্দেহজনক একটি লাইফ বোটে তল্লাশি চালিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে চুরি করা এক হাজার ২০ কেজি স্ক্র্যাপ, একটি ওয়্যার সিলিং ও দুটি গ্যাস সিলিন্ডার জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ১৬ জনকে আটক করা হয়। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সুমন আল মুকিত বলেন, জব্দ করা মালামাল, চোরাচালানে ব্যবহৃত লাইফ বোট ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। তিনি জানান, সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রাখবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

দক্ষ জনশক্তি সহযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ-সৌদি আরবের

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি সহযোগিতা সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে- এমন মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। সৌদি আরব-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এসএবিসিসিআই) একটি প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এসএবিসিসিআই-এর সভাপতি আশরাফুল হক চৌধুরী। বৈঠকে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতা জোরদারে এসএবিসিসিআই-এর বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে। এ সময় তারা বাণিজ্য উন্নয়ন কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আয়োজন এবং সৌদি আরবে `বাংলাদেশ-সৌদি বিনিয়োগ ফোরাম, আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানায়। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সহজ করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতাও কামনা করে প্রতিনিধিদল। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এসএবিসিসিআইয়ের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি সহযোগিতা সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এছাড়া, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশের সৃজনশীল শিল্প, হস্তশিল্প এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্যের সৌদি আরবের বাজারে আরও কার্যকরভাবে প্রচার ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। বৈঠক শেষে এসএবিসিসিআই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিতে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম ভুঁইয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শের-ই-বাংলা নগর এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৬

রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। গ্রেফতাররা হলো- মো. জীবন হোসেন, কানিজ ইয়াসমিন ইভা, মো. গোলাম হোসেন (৩০), জসীম উদ্দীন (৩০), মো. মুবাশিরা হোসেন (৩৫) ও শাফায়েত হোসেন (৩৫)। শের-ই-বাংলা নগর থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, বুধবার (২২ জুলাই) শের-ই-বাংলা নগর থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শাহবাগ মেট্রো স্টেশনে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, জরিমানা

রাজধানীর শাহবাগ মেট্রোরেল স্টেশনে অবৈধ দখল, ভাসমান দোকান ও অননুমোদিত স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) ডিএমটিসিএলের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে এমআরটি পুলিশ, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা থানা, বাংলাদেশ আনসার এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ডিএমটিসিএল জানায়, শাহবাগ মেট্রোরেল স্টেশনের গ্রাউন্ড লেভেলের `বি, গেট থেকে অভিযান শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে স্টেশনের সব গেট ও আশপাশের এলাকায় পরিচালিত হয়। এসময় স্টেশনসংলগ্ন ফুটপাত ও বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা অবৈধ দখল, ভাসমান দোকান এবং অননুমোদিত স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া বারডেম হাসপাতালের সামনে মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন ফুটপাতে অবৈধভাবে মোটরসাইকেল পার্কিং করায় দুটি মামলা করে সংশ্লিষ্ট মালিকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। যাত্রীদের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় একটি ভাসমান ফুডকার্ট জব্দ করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ডিএমটিসিএলের দাবি, অভিযানের ফলে শাহবাগ মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন এলাকা দখলমুক্ত হয়েছে এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন চলাচলের পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ ধরনের উচ্ছেদ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। একইসঙ্গে অবৈধ দখল ও অননুমোদিত কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনে আইনের খসড়া অনুমোদন

বগুড়া ও এর আশপাশের এলাকা নিয়ে পরিকল্পিত আধুনিক নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে `বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬,-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার ১৪তম বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য হলো বগুড়া ও সংলগ্ন অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রতিরোধ, দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত করা। খসড়া আইন অনুযায়ী, বগুড়া সিটি করপোরেশন ও সংলগ্ন এলাকা নিয়ে চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে `বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন করা হবে। কর্তৃপক্ষ গণশুনানি ও প্রাক-প্রকাশসহ বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ছাড়া কোনো নির্মাণকাজ বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না। আইনে নদী-নালা, জলাশয়, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণে কঠোর পরিবেশগত বিধিনিষেধ আরোপের পাশাপাশি ল্যান্ড রিডজাস্টমেন্ট (ন্যূনতম ৬০ শতাংশ ভূমি মালিকের সম্মতিতে) এবং ল্যান্ড রিডেভেলপমেন্ট-এর মতো আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অননুমোদিত নির্মাণ, জলাধার ভরাটসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল গঠন, উন্নয়ন ফি নির্ধারণ, ঋণ গ্রহণ এবং নিরীক্ষার ব্যবস্থাও আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে `বগুড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬,-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডিএসই কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুতির অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেআইনি ও একতরফাভাবে চাকরিচ্যুতির অভিযোগ এনে চাকরিতে পুনর্বহালের আবেদন করেছেন সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মো. আব্দুল লতিফ। তার ওই আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (বিএসইসি) চিঠি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি জারি করা হয়। উপ-সচিব ফারজানা জাহানের সই করা চিঠিটি বিএসইসির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৫ জুলাই ২০২৬ তারিখে ডিএসইর সাবেক ডিজিএম মো. আব্দুল লতিফ `ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) কর্তৃক বেআইনি ও একতরফা চাকরিচ্যুতির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক চাকরিতে পুনর্বহালের আবেদন, শীর্ষক একটি আবেদন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে জমা দেন। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিএসইসির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্রও চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। চিঠির অনুলিপি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের একান্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিব (বীমা ও পুঁজিবাজার অনুবিভাগ) এবং আবেদনকারী মো. আব্দুল লতিফের কাছেও পাঠানো হয়েছে। কোনো ধরনের অগ্রিম নোটিশ ছাড়াই গত ২৫ জুন ডিএসইর জেনারেল অ্যাডমিন বিভাগের ডিজিএম মো. আব্দুল লতিফ ও হোসনে

আরা পারভীন, আইসিটি বিভাগের জিডিএম শাহিন সারওয়ার এবং ইনভেস্টর প্রকেক্টশন ফান্ডের সমন্বয়ক ডিজিএম আব্দুর রাজ্জককে চাকরিচ্যুত করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে এখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় জ্বালানির দাম বেড়েছে, বিঘ্ন ঘটেছে সরবরাহেও। এর ফলে জ্বালানি সাশ্রয়ের পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, যা দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারে প্রভাব ফেলেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ)-এর ইলেকট্রিসিটি মিড-ইয়ার আপডেট ২০২৬ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলো এলএনজি আমদানির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। একইসঙ্গে এসব দেশের অর্থনীতি জ্বালানির দামের ওঠানামার প্রতি খুবই সংবেদনশীল। তাই হরমুজ প্রণালি দিয়ে এলএনজি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় এই দুটি দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জ্বালানি সাশ্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, যে কারণে বিদ্যুৎ ব্যবহারও কমেছে। আইইএ বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে কয়েক মাস ধরে অস্থিরতা চলছে। এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও। উচ্চমূল্যে এলএনজি আমদানি করতে হচ্ছে। ফলে চলতি বছরও দেশের বিদ্যুতের চাহিদা চাপের মধ্যে থাকতে পারে। অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের চাহিদা এবং ডেটা সেন্টারের দ্রুত সম্প্রসারণ এর প্রধান কারণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

১১২ টাকায় চাকরি সরকারের স্বচ্ছতার নিদর্শন : ত্রাণমন্ত্রী

১১২ টাকায় সরকারি চাকরিপ্রাপ্তি সরকারের স্বচ্ছতার নিদর্শন বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) রাজধানীর মহাখালীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবনে অধিদপ্তরে নবযোগদান করা ১৮৮ কর্মচারীর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক তথ্য বিবরণীতে তা জানা গেছে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার দৃষ্টান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। অতি সম্প্রতি এখানে নিয়োগ পাওয়া ১৮৮ কর্মচারীর চাকরির আবেদন থেকে যোগদান পর্যন্ত জনপ্রতি ব্যয় হয়েছে ১১২ টাকা। মন্ত্রী জানান, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান এমন এক অঞ্চলে যেখানে নানা ধরনের দুর্যোগ প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়ে। আর দুর্যোগের দুর্বিপাকে আশার আলো দেখান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকর্মীরা। তাই আগামী দিনগুলোতে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গতি আনতে দক্ষ জনবল তৈরি করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে নতুনদের আহ্বান জানান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. সাইদুর রহমান খান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

দেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তরের কাজ করছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকার ২০৩৪ সালের মধ্যে দেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তরের কাজ করছে। তিনি দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যবসা প্রসারের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ”আমাদের সরকার ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।„ তিনি বলেন, আমাদের বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট প্রণোদনা নিশ্চিত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তি, ঔষধ শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, ডিজিটাল সেবা, কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, উন্নত বস্ত্রশিল্প, স্বাস্থ্যসেবা এবং লজিস্টিকস। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে আমরা বিশ্ব দরবারে একটি বৃহৎ উৎপাদন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি। আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পকে বৈচিত্র্যময় করছি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতায় অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই বা ফিকি) আয়োজিত এফডিআই সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। `বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ, শীর্ষক এফআইসিসিআই এফডিআই সম্মেলন ২০২৬-জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপরই একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। সম্মেলনে বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে নতুন করে মূলধন বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি এ উদ্যোগে তাদের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছেন। তারেক রহমান বলেন, নতুন ও দূরদর্শী বিএনপি সরকার চায়, আপনারা বাংলাদেশে আসুন, নতুন উদ্যোগ নিন এবং ব্যবসা প্রসারিত করুন। তিনি বলেন, দেশীয় উদ্যোক্তা বা বিদেশি বিনিয়োগকারী যাই হোন, বাংলাদেশে মূলধন বিনিয়োগ করলে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং সময়োপযোগী নীতিমালার মাধ্যমে

আপনাদের পাশে থাকবে। এটি কেবল আশ্বাস নয়, এটি আমাদের সরকারের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে সত্যি। তবে এর পাশাপাশি আমাদের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা ও সুদৃঢ় ভিত্তি। আমাদের রয়েছে একটি দ্রুত বিকাশমান বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার, একঝাঁক তরুণ ও পরিশ্রমী মানবসম্পদ, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং নিরঙ্কুশ জনসমর্থনপুষ্ট একটি নির্বাচিত সরকার। এই শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে বাংলাদেশকে এক টেকসই ও স্থায়ী সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য, একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মভিত্তিক, বিশ্ব অর্থনীতির সাথে যুক্ত এবং বেসরকারি খাতের গতিশীলতায় পরিচালিত অর্থনীতি গড়ে তোলা। আমাদের নির্বাচনি ইশতেহার এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করে। তারেক রহমান বলেন, আমরা আপনাদের কেবল বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি না, বরং এই রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়ারও উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচ মাস পূর্ণ করেছে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ও নীতিগত প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছিল নির্বাচনের অনেক আগেই। আমরা বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়িক চেম্বার, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন সহযোগী এবং নীতি-নির্ধারকদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে শুনেছি। তিনি বলেন, তাদের মূল বার্তাটি ছিল একেবারেই স্পষ্ট। তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগের সুদৃঢ় আইনি সুরক্ষা, আধুনিক ও ব্যবসাবান্ধব নিয়ন্ত্রক কাঠামো, সহজীকৃত কর ব্যবস্থা, অর্জিত মুনাফা প্রত্যাহারের নির্বিঘ্ন প্রক্রিয়া, শক্তিশালী পুঁজিবাজার এবং উন্নত অবকাঠামো। তারেক রহমান বলেন, তাই আমরা আপনাদের কথাও গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করছি। সে অনুযায়ীই কাজ শুরু করেছি। তিনি বলেন, আমরা আমাদের আইনি ও রেগুলেটরি কাঠামোর আধুনিকায়ন করছি। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা জোরদার করছি। এছাড়া দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা উন্নত করছি। কর ও ভ্যাট প্রশাসনকে সহজ এবং মুনাফা অর্জনের পর তা নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে ঝামেলামুক্ত করছি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা একটি গতিশীল পুঁজিবাজার গঠন, স্টার্ট-আপগুলোকে উৎসাহিত, অপ্রয়োজনীয় বিধিমালা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দূর, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াসমূহ সহজ এবং সরকারি সেবাসমূহ ডিজিটালাইজড করছি। এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তিতে অধিকতর বিনিয়োগের পাশাপাশি বন্দর, লজিস্টিকস অবকাঠামো এবং সার্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথাও জানান তিনি। ঢাকার এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশ-বিদেশের প্রায় ৬০০ বিশিষ্ট প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধি, কূটনীতিক, উন্নয়ন সহযোগী, বহুজাতিক কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী নেতা এবং গণমাধ্যমকর্মীগণ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ এলিনা)

শহরের বাইরে চিকিৎসক সংকট আরও প্রকট : ডা. জুবাইদা

শহরের বাইরে রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। আর চিকিৎসা ঘাটতি এখনও দেশের মানুষের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে মন্তব্য করেছেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ইস্কাটনে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, ”আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা এখনও অনেক কম। বিশেষ করে শহরের বাইরে চিকিৎসক সংকট আরও প্রকট।„ একই অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো শিক্ষাবাজেট করেছে সরকার। জনগণের অর্থ যেন অপচয় না হয়, তা নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, অবহেলা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণেই সরকারি হাসপাতালগুলো অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের গত দেড় দশকের অনিয়ম ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা দূর করার দায়িত্ব সরকারের বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল হক বলেন, ”দেশের স্বাস্থ্য খাতে বাজেট দ্বিগুণ করার পেছনে ডা. জুবাইদা রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।„(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ এলিনা)

নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানকে র‌্যাংক ব্যাজ পরালেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিদায়ি নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান খোন্দকার মিসবাহ উল আজীমকে ভাইস এডমিরাল র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা সেনানিবাসস্থ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ র‌্যাঙ্ক ব্যাজ পরানো হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানকে অভিনন্দন জানান। নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামসুল ইসলাম, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. শাহীনুর রহমান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর মুশফিকুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর

জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিক এবং প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সেক্রেটারি আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন। ভাইস অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৮৯ সালে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি রয়্যাল মালয়েশিয়ান নৌবাহিনীতে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। দেশ-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি তিনি মেরিটাইম গভর্ন্যান্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রায় চার দশকের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড, স্টাফ ও প্রশিক্ষণমূলক দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল, কমান্ডার ঢাকা নৌ অঞ্চল, কমান্ডার সাবমেরিন এবং কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া নৌ সদর দপ্তরে পরিচালক নৌ অপারেশনস এবং পরিচালক নৌ পরিকল্পনা হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ও নৌ ঘাঁটির অধিনায়কত্ব করেন। এ ছাড়াও ভাইস অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম লেবানন ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি ওমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রায় ৪০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নৌবাহিনী পদক (এনবিপি), নৌ-পারদর্শিতা পদক (এনপিপি), জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ এলিনা)

দ্রুত সময়ে জুলাই গণহত্যার বিচার চেয়ে ট্রাইব্যুনালে জামায়াতসহ ১১ দল

জুলাই বিপ্লবে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের সব মামলার বিচারকাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়াসহ সাত দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলামের কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ সময় জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফুয়াদসহ জোটের শীর্ষ নেতারা ছিলেন। পাশাপাশি তাদের সঙ্গে শহিদ পরিবারের সদস্যরাও হাজির হন। সাত দফা দাবিতে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের প্রধান প্রধান ঘটনাস্থলের অধিকাংশের তদন্ত এখনও সম্পন্ন হয়নি। এসব ঘটনাস্থলের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া অভিযুক্ত বহু পুলিশ কর্মকর্তাসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এখনও গ্রেফতার হননি। অনেকে সরকারি দায়িত্বে বহাল রয়েছেন এমন অভিযোগ রয়েছে। তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে আরও বলা হয়, দেশের ৬৪ জেলার ৬১ জেলায় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা, রংপুর ও কুষ্টিয়া জেলার বাইরে সংঘটিত বহু ঘটনার তদন্ত কার্যক্রম এখনও শেষ হয়নি। হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগসহ সহযোগী বা অঙ্গসংগঠনের অনেক চিহ্নিত ব্যক্তিকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। ফলে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এছাড়া গুম-খুন, মরদেহ গোপন বা ধ্বংস করার অভিযোগে জড়িতদের সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ বিচার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ ধরনের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে অস্বাভাবিক ধীরগতি লক্ষ্য করা গেছে। এজন্য বিচারপ্রার্থী ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের মাঝে ন্যায়বিচার নিয়ে উদ্বেগ ও শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ এলিনা)

টিআইবির প্রতিবেদনের সঙ্গে পুলিশের তথ্য মিলছে না : ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীতে অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের সঙ্গে পুলিশের নিজস্ব তথ্য-উপাত্তের মিল নেই বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। দায়িত্ব গ্রহণের পর গত দুই মাসের পর্যবেক্ষণে তিনি রাজধানীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আগের তুলনায় ভালো বলে দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) দুপুরে শাহবাগ থানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, টিআইবির প্রতিবেদনে রাজধানীতে অপরাধ বৃদ্ধির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা পুলিশের তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পুলিশের নিয়মিত অপরাধ পরিসংখ্যান ও মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, রাজধানীর অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে পুলিশের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ইউনিফর্ম পরিহিত সদস্যদের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও পুলিশ সদস্যরা ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করছেন। এর ফলে চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। ডিএমপি কমিশনার বলেন, অপরাধ দমনের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের কর্মপরিবেশ ও মানসিক সুস্থতার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দায়িত্ব পালনের চাপ কমাতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের কেউ ব্যক্তিগত বা

পারিবারিক কারণে মানসিক চাপে থাকলে, তা গোপন না রেখে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সহায়তা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সম্প্রতি পুলিশ সদস্যদের আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সমস্যাও অনেক সময় মানসিক চাপের কারণ হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তিনি। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন থানার অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজও চলমান রয়েছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার। তিনি বলেন, থানাগুলোর অফিসার্স মেস ও ফোর্স ব্যারাক আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যাতে পুলিশ সদস্যদের জন্য আরও উন্নত কর্মপরিবেশ ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। শাহবাগ থানা পরিদর্শনের সময় তিনি থানার সার্বিক কার্যক্রম, সেবার মান এবং সদস্যদের কর্মপরিবেশ সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেন এবং জনসেবামুখী পুলিশিং আরও কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ এলিনা)

সফর সংক্ষিপ্ত করে কাল দেশে ফিরছেন স্পিকার

রাষ্ট্রপতি পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের গুঞ্জনের মধ্যে সফর সংক্ষিপ্ত করে কাল শুক্রবার দেশে ফিরছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। আজ বৃহস্পতিবার সংসদ সচিবালয়ের একটি সূত্র গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, আগামীকাল থাই এয়ারওয়েজে ১২টা ১০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন তিনি। গত ১৯ জুলাই চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক সফরে যান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। সফরসূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ জুলাইয়ের জন্য ফিরতি টিকিট কাটা ছিল। কিন্তু সফরসূচি সংক্ষিপ্ত করে শুক্রবার দেশে ফিরতে স্পিকারকে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে সংসদ সচিবালয়ের সূত্রে জানা গেছে। সংসদ সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, "সফরসূচি অনুযায়ী আগামী ২৬ জুলাই স্পিকারের দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তাকে দ্রুত দেশে ফিরতে অনুরোধ করা হয়েছে। সে কারণে তিনি শুক্রবারই দেশে ফিরবেন।„ কী কারণে দ্রুত দেশে ফিরছেন স্পিকার- এমন প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা বলেন, "গতকাল থেকেই বিভিন্ন গুঞ্জন শুনছি। সে কারণে হয়ত সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরছেন। আশা করি, সবকিছু কালকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।„ বাংলাদেশের সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্পিকারের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সে ক্ষেত্রে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। স্পিকার সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করলেও, সংবিধানের ১২৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পদ শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

প্রশ্নটা বিব্রতকর, পদত্যাগের প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি

পদত্যাগের বিষয়ে করা প্রশ্নকে বিব্রতকর বলে আখ্যা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে একটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে টেলিফোনে প্রায় দুই মিনিট কথা বলেন রাষ্ট্রপতি। আলাপচারিতায় তিনি পদত্যাগের গুঞ্জন এবং ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ নিয়েও মন্তব্য করেন। পদত্যাগ করছেন কি না জানতে চাইলে রাষ্ট্রপতি বলেন, "দেখতে পাবেন...প্রশ্নটা বিব্রতকর।„ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হয়। বর্তমানে স্পিকার দেশের বাইরে রয়েছেন- এমন তথ্য জানানো হলে রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমার জানা নেই, স্পিকার দেশে আছেন কিনা। এটা আমার জানার কথা না।„ লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন- এমন অভিযোগও নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, "এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কারও যদি মাথা খারাপ হয়, সে এ ধরনের কথা বলতে পারে।„ তিনি আরও বলেন, "আমি তখন মৃতপ্রায়, চিকিৎসাধীন ছিলাম। এটা একেবারে ভিত্তিহীন ও বানানো কথা, এটাই বলতে পারি।„ এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনালাপ শেষ করেন রাষ্ট্রপতি। এর আগে, বৃহস্পতিবার সকালে একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শিগ্‌গিরই পদত্যাগ করতে পারেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, চলতি বছরের মে মাসে চিকিৎসার জন্য লন্ডন সফরের সময় তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। তবে এ অভিযোগ রাষ্ট্রপতি নিজেই অস্বীকার করেছেন। এদিকে সম্ভাব্য পদত্যাগের বিষয়ে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে বা স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করতে চাইলে তার সেই সুযোগ রয়েছে।„
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

ফ্যাসিবাদের শেষ চিহ্ন দেশ থেকে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে, : ডা. শফিকুর রহমান

জনগণের মুক্তি নিশ্চিত করা এবং ফ্যাসিবাদের শেষ চিহ্ন বাংলাদেশ থেকে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই চলবে বলে জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার মিরপুরে জুলাই গণ-

অভ্যুত্থানের চেতনা, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার দাবিতে জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। সরকারের উদ্দেশ্য বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, "জনগণের রায়কে অপমান করবেন না। জনগণের রায়কে যারা অপমান করেছে, ইতিহাসে তাদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। আপনাদের দেরি হয়েছে, সমস্যা নেই, বাস্তবতা মেনে নিন। জনগণকে সম্মান দেখালে, জনগণও আপনাদের সম্মান ও গ্রহণ করবে।„ তিনি আরও বলেন, "জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতদের এককভাবে দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। দেশের ৭০ ভাগ মানুষ গণভোটে 'হ্যাঁ' দিলেও নির্বাচনের পর সরকার বলছে, গণভোট অবৈধ। তাহলে গণভোট যদি হারাম হয়, সংসদ নির্বাচন কীভাবে হালাল হয়?„ বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, "যাদের হাত ধরে দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলো, সেই যোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না সরকার।„ জুলাইয়ের খুনিদের বিচার নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে : নাহিদ ইসলাম

পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। একইসঙ্গে পদত্যাগের পর একজন সৎ, নিরপেক্ষ ও অভিভাবকসুলভ ব্যক্তিকে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জামালপুরে পদযাত্রা শেষে ফৌজাদারী মোড়ে আয়োজিত এক সমাবেশে এসব কথা তুলে ধরেন এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সমাবেশে বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম উল্লেখ করেন, সংস্কার বাস্তবায়ন ও জনগণের ৭০ শতাংশ ম্যান্ডেট পূরণে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। তার ভাষ্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় এবং সংস্কার এগিয়ে না নেওয়ায় বিশ্বের কোনো দেশই বর্তমান সরকারকে ঋণ বা কোনো ধরনের সাহায্য দিচ্ছে না। এমনকি তারেক রহমান চীন সফর শেষ করে খালি হাতে ফিরেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কোনো ধরনের বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া যাবে না বলে মনে করেন এনসিপির এই শীর্ষ নেতা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

আইনজীবীর মাথা ফাটানো সেই বিচারককে বদলি

গোপালগঞ্জে এজলাসে বিচারকাজ চলাকালে পেপারওয়েট ছুড়ে শিক্ষানবিশ নারী আইনজীবীকে আহত করার অভিযোগে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজন মিয়াকে বদলি করা হয়েছে। তাকে গোপালগঞ্জ থেকে বদলি করে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-১ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন আইন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব এ এফ এম গোলজার রহমান। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গোপালগঞ্জের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজন মিয়াকে তার বর্তমান কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হলো। প্রজ্ঞাপনে তাকে অবিলম্বে বর্তমান পদের দায়িত্বভার অর্পণ করে বদলি করা নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোপালগঞ্জের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২-এ বিচারকার্য চলাকালে হট্টগোল হয়। শুনানি চলাকালে একাধিকবার সতর্ক করার পরও পেছনের দিকে শোরগোল হতে থাকলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিচারক সুজন মিয়া। এক পর্যায়ে তিনি এজলাসের ডায়াস থেকে ভারী একটি কাচের পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারেন। সেই পেপারওয়েটটি সরাসরি গিয়ে আঘাত করে আদালতে উপস্থিত শিক্ষানবিশ আইনজীবী সাবিহা সুলতানার মাথায়। এতে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম এম জুলকদর রহমানের অধীনে কর্মরত সাবিহা সুলতানা রক্তাক্ত ও গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গোপালগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা। বিচারিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে আহত করার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালত ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন আইনজীবীরা। তারা বিচারক সুজন মিয়ার অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

ওমরাহ পালনে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মা ও দুই সন্তানের

সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে রিয়াদ থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও দুই সন্তানসহ তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতের স্বামী ও বড়ো ছেলে গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতরা হলেন- তানিয়া তাহমিনা রিনা, তার ছোটো মেয়ে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সাদাফ শাফিকুল ইসলাম এবং ছোটো ছেলে জারগিস ইসলাম। নিহতদের বাড়ি ঢাকার শের-ই-বাংলা নগর থানার নর্থ শ্যামলীর ২ নম্বর রোডে অবস্থিত। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে পরিবারটি রিয়াদ থেকে গাড়িযোগে পবিত্র মক্কা নগরীর উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে তাদের বহনকারী গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ঘটনাস্থলেই মা তানিয়া তাহমিনা রিনা, মেয়ে সাদাফ এবং ছোটো ছেলে জারগিস ইসলাম মারা

যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তানিয়া তাহমিনা রিনার স্বামী শাফিকুল ইসলাম এবং তাদের বড়ো ছেলে। বর্তমানে তারা স্থানীয় একটি হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একই পরিবারের তিন সদস্যের এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে ঢাকার নর্থ শ্যামলী এলাকাসহ স্বজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া প্রার্থনা করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

২২ দিনে রেমিট্যান্স এলো ২.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

চলতি জুলাই মাসের প্রথম ২২ দিনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে ২.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবাস আয়ের হালনাগাদ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে মোট ২ দশমিক ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা গতবছরের একই সময়ে ছিল ১ দশমিক ৭৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তথ্য অনুযায়ী, ২১ জুলাই এক দিনেই প্রবাসীরা ৭৫ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম মাসেই রেমিট্যান্সপ্রবাহের এ ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতিফলন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৩.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

US SIGNS LANDMARK NUCLEAR DEAL WITH SAUDI ARABIA

The US and Saudi Arabia have signed a landmark deal that will allow the Gulf kingdom to develop a civilian nuclear programme. The deal is described as a "peaceful nuclear cooperation agreement" that will provide "great access for American companies in the Saudi nuclear energy program" by the US energy department. Text from the deal has not been made public, but US media report that it could allow Saudi Arabia to enrich uranium in the future - which can be used as fuel for power plants, but also to make nuclear bombs. Experts say that would mark a first for the US and could run the risk of future nuclear proliferation in an already unstable region. The US Department of Energy said a "bilateral safeguards agreement" had been signed along with the co-operation deal.
(BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

HOUTHIS CLAIM ATTACK ON OIL TANKERS AS US LAUNCHES MORE STRIKES ON IRAN

Yemen's Houthis say they have attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea as the US launched its 12th consecutive night of strikes on Iran. Iranian state media said two people had been killed in the US strikes on Wednesday, and a tanker caught fire in an explosion in a mined route in the Strait of Hormuz. Ahead of the latest I round of strikes, US President Donald Trump had threatened to destroy an Iranian bridge or power plant if Iran attacked a ship in the Strait and to "take care of" the Houthis if they blocked the Red Sea. If confirmed, the Houthi attack would be the first since the Iran-backed group announced a "maritime embargo" against Saudi Arabia. The Houthis named the tankers as the Encelia and the Layla, through their responsibility has not been confirmed. The group's military spokesperson Yahya Saree said they had targeted the ships with drones and missiles for allegedly violating its naval blockade. The state-run Saudi Press Agency confirmed early on Thursday that the Encelia was struck "while sailing in the Red Sea", resulting in a fire on its bow. (BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

THOUSANDS EVACUATED IN FRANCE FIRES

Around 20,000 people have been evacuated from the south-west of France as the country battles ongoing wildfires days after two firefighters died near Bordeaux airport, French media reported. The Gironde region government said more than 2,400 hectares of land have been destroyed. The use of internal combustion and electric engines have been banned in predominantly forested areas, and a number of roads have been closed. No injuries have been reported on Thursday. Meanwhile in Italy, authorities have paid tribute to a firefighter who died tackling a wildfire in San Caraldo, as Sicily President Renato Schifani wished a "speedy recovery" to another involved in the same operation. Italian Interior Minister Matteo Piantedosi paid tribute to late firefighter Alessandro Marchi who he said died "in service to the community". (BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

FIRE KILLS 10 MEMBERS OF SAME FAMILY IN PERU: POLICE

A fire has killed 10 members of the same family, including five children, at a home in Peru's capital Lima, police say. The blaze ripped through the property in the southern La Victoria district early on Wednesday, Gen Oscar Arriola from the Peruvian National Police told local media. Five children, aged between three and 15 years old, were killed, as well as four adults aged between 29 and 72, and a fifth whose age was not given. Two people were also reportedly injured. Police are investigating reports that the fire was started by arsonists. Local media say the family, who manufactured mattresses and owned electric motorcycles, had received threats and demands for extortion payments.

(BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

A YEAR AFTER DEADLY JET CRASH AT BANGLADESH SCHOOL, FAMILIES DEMAND ANSWERS

It was a normal day for sixth-grade student Nure Jannat Yusha when suddenly, a Bangladeshi air force jet crashed into her school in the capital, Dhaka, killing 36 people - most of them children. Within minutes, Milestone School and College, a private institution buzzing with student activity, was transformed into a scene of chaos and raging flames. It was the deadliest aviation disaster the country had seen in decades. Earlier this week, families and survivors gathered to mark one year since the incident - many of them students who say they are struggling to return to normal life, Yusha among them. "Even now, if I go to school and see a plane, I feel afraid. I can't sleep at night. In my dreams, someone is throwing me into the fire," she told BBC Bengali. She was one of more than 160 people who were injured in the crash at Milestone School - and among those at the memorial held at a hospital in Dhaka on Tuesday, where the families of some victims say they are still waiting for answers about the deadly crash. Yusha's mother Yasin Akter says her child had once dreamt of becoming a dancer - an aspiration that has since faded. "Mu daughter screams all day and is afraid," she says, adding that Yusha has become paranoid about planes falling from the sky. "Earlier she was interested in studies. Now she does not want to study any more." On 21 July 2025, a training aircraft took off from a Bangladesh Air Force Base in Dhaka at around 13:00 local time and crashed soon after in the Uttara neighbourhood. Images from the scene hours after the crash showed scores of emergency service workers sorting through charred rubble in an attempt to find survivors. Authorities announced that an investigation commission had been formed to investigate the crash, but in the days that followed, hundreds of student protesters took to the streets, clashing with police as they demanded accountability over the disaster and changes to training flights regulations. The committee's findings, which it reportedly submitted to the government last November, have not yet been made public. According to a copy of the full report obtained by BBC Bengali, it highlighted issues like Milestone School's lack of compliance with building codes. It also found more than 600 buildings - including schools and hospitals - located near Dhaka's international airport that had violated height restrictions. The report also found that the pilot lacked sufficient flight training and proper ground supervision. And there was no technical fault with the aircraft, the report said - contradicting an early statement by the Bangladeshi Armed Forces that the jet had experienced a mechanical fault after taking off. The Bangladesh Armed Forces did not respond to a request for comment. "No one can give a guarantee that another plane will not fall onto this school in the future," Mansur Helal, the husband of one victim, told the crowd during the memorial, referencing a recent BBC documentary on the committee report. "This is truly a horrific situation. Every day around 2,500-3,000 students go to that school." Helal's wife, schoolteacher Mahreen Chowdhury, had died in hospital from extensive burns she had suffered while rescuing students. "The building in which this accident happened had only one door. How can there be only one door for 800-900 students?" Helal added. Helal and others are calling for the government to release the full report. They are also urging better government support for survivors undergoing treatment, as well as compensation for them and victims families - which was recommended in the investigative committee report but yet to be implemented. Health Minister Sardar Sakhawat Hossain, who was at the event on Tuesday, said the government would support survivors who require further medical treatment. And Zubaida Rahman, the wife of Prime Minister Tarique Rahman, hailed the courage shown by survivors as "a source of inspiration for the nation". But many of the students who attended the memorial this week,

sporting burn scars, are still grappling with their new reality. Mehreen, who's in the fifth grade, says she is no longer able to go to school because of her injuries. "If I get a little sunlight, my whole body burns. For that reason, I do not go to school any more." It has also affected her sleep and learning ability: "Earlier, if I read something, I would memories it in two minutes. Now I can't memories a line in two hours. "I can't sleep at night. When I do sleep, I often have strange dreams. I still can't forget that incident."
(BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

IRELAND ANNOUNCES €125M UKRAINE SUPPORT PACKAGE

Ireland is to provide a further €125m in support to Ukraine next year, the government has announced. The package includes €100m for non-lethal military equipment, as well as a further €25m to help restore and protect Ukraine's energy infrastructure. The announcement was made as the Irish Prime Minister Micheal Martin visited Kyiv for a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Martin, who described the conflict as an "unprovoked war of aggression" said support for Ukraine is a top priority for the Irish presidency of the Council of the EU. The package means Ireland has provided more than €670m in support to Ukraine since Russia's invasion in 2022.
(BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

MORE THAN 4,200 ISRAELIS STORM AL-AQSA MOSQUE IN JERUSALEM

More than 4,200 Israeli settlers and members of far-right groups have stormed the Al-Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem in one of the largest incursions this year as they mark a Jewish holiday, Palestinian officials say. Far-right Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir also entered the site under heavy police protection on Thursday for Tisha B'Av, a Jewish day of mourning that marks the destruction twice of an ancient Jewish temple believed to have stood at the site known to Muslims as al-Aqsa and to Jews as the Temple Mount. The Palestinian administration of the Jerusalem governorate said 4,288 Israelis had so far entered the compound. This number was expected to keep rising until sundown, perhaps reaching 5,000, the governorate said, which would exceed the numbers recorded in previous years during the same Jewish holiday.
(BBC News Web Page: 23/07/26, FARUK)

:: THE END ::